بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড- 11 / সংখ্যা-42

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

বাৎসরিক সাব্‌সক্রিপশন ৬০০ টাকা

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

www.akhbarbadr.in

বৃহস্পতিবার 15 Oct, 2026 3 জামাদিউল আওয়াল 1448 A.H

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

সন্তানদের তরবিয়ত: ঈমান, নামায এবং পরকালের নিরাপত্তা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অনুবাদ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজদিকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদিকে আগুন হইতে রক্ষা কর।

[আত-তাহরীম, আয়াত: ৭]

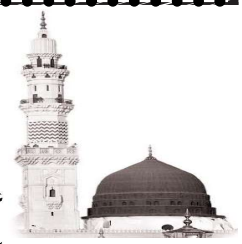
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

অনুবাদ: এবং তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের তাগিদ করিতে থাক, এবং তুমি নিজেও উহাতে ধৈর্য সহকারে কায়েম থাক।

[তহা, আয়াত: ১৩৩]

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সন্তানদের ‘তরবিয়ত’ (নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা): পিতামাতার দায়িত্ব এবং নামাজের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ



عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ.

অনুবাদ:সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক এবং তার পরিবারের বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(সহিহ আল-বুখারি, কিতাবুন নিকাহ, হাদিস ৫২০০; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদিস- ১৮২৯)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

অনুবাদ: তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও। আর দশ বছর বয়সে নামাজের ব্যাপারে তাদের আরও কঠোরভাবে তাগিদ দাও এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।

(সুনান আবি দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদিস- ৪৯৫)



হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সন্তানদের জন্য দোয়া

হজরত মসীহ মওউদ (আ.) সন্তানদের তরবিয়ত প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা’আলার অনুগ্রহ ও দোয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

“হেদায়াত ও প্রকৃত তরবিয়ত আল্লাহ্‌রই কাজ। অতিরিক্ত কঠোরভাবে পেছনে লেগে থাকা এবং কোনো একটি বিষয়ে জোর দেওয়ার সীমা অতিক্রম করা-অর্থাৎ কথায় কথায় সন্তানদের বাধা দেওয়া ও বকাঝকা করা-এটি প্রকাশ করে যেন আমরাই হেদায়াতের মালিক এবং আমরা আমাদের ইচ্ছামতো তাদের একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে পারব। এটি এক প্রকার গোপন শিরক। আমাদের জামা‘তের এ থেকে বিরত থাকা উচিত। আমরা তো আমাদের সন্তানদের জন্য দোয়া করি এবং সাধারণভাবে শিক্ষার নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা মেনে চলতে তাদের অভ্যস্ত করি। এর বেশি কিছু নয়। এরপর আমরা আমাদের পূর্ণ আস্থা আল্লাহ্ তা’আলার ওপর রাখি। যার মধ্যে সৌভাগ্যের বীজ থাকবে, সময়মতো তা সবুজ ও সজীব হয়ে উঠবে।” [মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯; ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণ, রাবওয়াহ থেকে প্রকাশিত।]

তফসীরে কবীর

উন্নত প্রজন্ম গঠন: সন্তানদের তরবিয়ত ও তাকওয়ার দায়িত্ব

হজরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

“এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পিতামাতা যদি তাদের সন্তানদের উত্তম তরবিয়ত করেন এবং চেষ্টা করেন যে, তাদের নেকি যেন শুধু তাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং তার প্রভাব যেন বংশপরম্পরায় তাদের সন্তানদের মধ্যেও সঞ্চারিত হতে থাকে, তাহলে তারা এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারেন, যারা ইসলাম ও রসুলে করিম (সা.)-এর জন্য গৌরবের কারণ হবে।

দুঃখের বিষয়, এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম, যারা নিজেদের সন্তানদের সঠিক তরবিয়তের প্রতি মনোযোগ দেন। তাদের নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে তাকওয়াও থাকে, আধ্যাত্মিকতাও থাকে, উন্নত নৈতিক গুণাবলিও থাকে, দয়া ও মমতার অনুভূতিও থাকে, সহনশীলতাও বিদ্যমান থাকে, জ্ঞান অর্জনের তৃষ্ণাও থাকে এবং নেক কাজে অগ্রসর হওয়ার যোগ্যতাও থাকে; কিন্তু এই বিষয়টির প্রতি তাদের কখনো মনোযোগ সৃষ্টি হয় না যে, তারা যেন নিজেদের সন্তানদের মধ্যেও এসব গুণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন।

নিঃসন্দেহে উত্তরাধিকারের মাধ্যমেও পিতামাতার কিছু বৈশিষ্ট্য সন্তানদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়; কিন্তু একটি উচ্চমানের প্রজন্ম গড়ে ওঠার সঙ্গে উন্নত তরবিয়তের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আর একজন মুমিনের কর্তব্য হলো, এই দিক থেকে কখনোই অবহেলা না করা।

যদি প্রত্যেক ব্যক্তি-সে ছোট হোক বা বড়-নিজের সন্তানদের নেক তরবিয়তে আত্মনিয়োগ করে এবং চেষ্টা করে যে, তার সন্তান যেন তার চেয়েও অধিক ইসলামের জন্য আত্মনিবেদিত প্রমাণিত হয়, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে কখনো অধঃপতন দেখা দিত না। জাতির অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ হলো, সন্তানদের তরবিয়তের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না। এর ফল হয় এই যে, সংখ্যাধিক্য নিছক অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অতএব, যে বিষয়টির প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, তা হলো-আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন নেকি ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়েও দ্রুত অগ্রসর হয়। কারণ এটিই এমন বিষয়, যার ওপর রসুলে করিম (সা.) গর্ব করতে পারেন। শুধু সংখ্যাধিক্য এমন কোনো বিষয় নয়, যা কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।” (তাফসিরে কবির, ১৪তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৫-২০৬)

মনে রাখবেন!

হযরত আমীরুল মুমিনীন আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আযীযের জুমার খুতবা ১ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিকাল ৫:৩০ মিনিটে সম্প্রচারিত হচ্ছে।

জামাতের সদস্যগণ এ অনুযায়ী হুযূর আনওয়ারের জুমার খুতবা নিজেরাও শুনুন এবং অন্যদেরকেও শোনানোর ব্যবস্থা করুন। (সম্পাদকীয় বিভাগ)

আহমদীয়া সংবাদ

আলহামদুলিল্লাহ,আমাদের প্রিয় নেতা হযরত খলিফাতুল মসীহ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা’আলা বিনাসরিহিল আজীয আল্লাহর অনুগ্রহে সুস্থ ও কুশল আছেন।

সকল আহমদী ভাই-বোন যেন হুজুরে আনওয়ার (আইয়্যাদাহুল্লাহু তা’আলা বিনাসরিহিল আজীয)-এর সুস্বাস্থ্য, কর্মময় দীর্ঘায়ু, মহান লক্ষ্যসমূহে সফলতা এবং বিশেষ নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত দোয়া করতে থাকেন।

আল্লাহ তা’আলা যেন প্রতিটি মুহূর্তে হুজুরের হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী হন এবং তাঁকে সর্বদা নিজের সমর্থন ও বিজয় দান করেন। আমীন।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

সম্পাদকীয়

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আ.)-এর যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা ২০২৬-এর দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ন অধিবেশনে ভাষণের সারসংক্ষেপ

তাশাহহুদ, তাআউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনওয়ার (আই.) বলেন:

"এই সময়ে আমি বছরের বিভিন্ন সময়ে জামাতে আহমদিয়ার ওপর আল্লাহ্ তা'আলার যে অনুগ্রহসমূহ হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরব।

নতুন জামাত প্রতিষ্ঠা

এ বছর পাকিস্তান ছাড়া সারা বিশ্বে যে নতুন জামাতগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার সংখ্যা ৩৯৮টি। এই নতুন জামাতগুলো ছাড়াও ৮১১টি নতুন স্থানে প্রথমবারের মতো আহমদিয়াতের চারা রোপিত হয়েছে।

বেনিনে এ বছর ৮৬টি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কঙ্গো ব্রাজাভিল, এরপর লাইবেরিয়া এবং এভাবে অন্যান্য দেশ।

নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠা

একইভাবে বছরের মধ্যে যেসব মসজিদ নির্মিত হয়েছে অথবা জামাতকে যেসব মসজিদ প্রদান করা হয়েছে, তার মোট সংখ্যা ১৭২টি। এর মধ্যে ১৩৩টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং ৩৯টি নির্মিত মসজিদ জামাতের জন্য পাওয়া গেছে।

মিশন হাউস ও তবলীগি কেন্দ্রের সংযোজন

আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে এ বছর ৪১টি দেশে ১২৭টি মিশন হাউস বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে কেনিয়া, এরপর ঘানা ও ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় স্থানে এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে নাইজার।

ওয়াকার-ই-আমলের মাধ্যমে কাজ করার কারণে এ বছর জামাতের প্রায় ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।

ওয়াকালাত-ই-ইশাআত ও মুদ্রণ

ওয়াকালাত-ই-ইশাআতের রিপোর্ট অনুযায়ী, এ বছর ৩৭টি ভাষায় ৩৫৩টি বিভিন্ন বই, পুস্তিকা, ফোল্ডার ইত্যাদি ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজারেরও বেশি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের তাফসিরসমূহের মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে তাফসির আগে উর্দু ভাষায় ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, তার পূর্ণাঙ্গ আরবি অনুবাদ প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। একইভাবে ইংরেজি ভাষায় 'ফাইভ ভলিউম কমেন্টারি'ও প্রকাশিত হয়েছে এবং এর প্রথম খণ্ডের আরবি অনুবাদ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

হাদিসের ক্ষেত্রে হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওয়ালিউল্লাহ শাহ সাহেবের 'শরহে সহিহ বুখারি'-এর প্রথম খণ্ডের ইংরেজি অনুবাদ পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ইংরেজি অনুবাদ প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। এটি জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার। আহমদিদের উচিত এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থসমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে ৪৫টি গ্রন্থের ১৮টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। হযরত মুসলে মওউদ (রা.)-এর ১১টি গ্রন্থ ৬টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.)-এর 'তামিরে বাইতুল্লাহ্ কে ২৩ আজীমুশ্শান মাকাসিদ' গ্রন্থটির আরবি অনুবাদ প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.)-এর Christianity—A Journey from Facts to Fiction 'খ্রিস্টধর্ম-সত্য থেকে কল্পকাহিনির পথে' গ্রন্থটির বুলগেরীয় অনুবাদ এবং An Elementary Study of Islam 'ইসলামের একটি প্রাথমিক অধ্যয়ন' গ্রন্থটির ড্যানিশ ভাষায় অনুবাদ প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে।

একইভাবে বিভিন্ন সময়ে আমি যেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এসেছি, সেগুলোও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে এবং ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে আরও কিছু বক্তৃতাও ফরাসি, আরবি, জার্মান, ইন্দোনেশীয়সহ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

নজারতে নশর ও ইশাআত, কাদিয়ান

নজারতে নশর ও ইশাআত, কাদিয়ান ভারতীয় ১৪টি স্থানীয় ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে এবার কাদিয়ান থেকে পবিত্র কুরআনের জন্য 'তাওহিদ নাস্তালিক' ফন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি জামাতে আহমদিয়ার পক্ষ থেকে প্রস্তুত করা প্রথম নাস্তালিক ফন্ট।

'তাফসিরে সগীর'-এর আরবি পাঠ 'খতে মানযুর' ফন্টে এবং উর্দু পাঠ এই নতুন ফন্টে প্রস্তুত করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থসমূহের ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাতেও অনুবাদ করা হয়েছে।

ওয়াকালাত-ই-তাসনীফ, যুক্তরাজ্য

ওয়াকালাত-ই-তাসনীফ, যুক্তরাজ্য একটি নতুন ভাষা-লিথুয়ানীয় ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ মুদ্রণ করেছে। এখন জামাতে আহমদিয়ার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত পবিত্র কুরআনের অনুবাদের সংখ্যা ৭৯টিতে পৌঁছেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর 'নজমুল হুদা', 'খুতবা ইলহামিয়া', 'করামাতুস সাদেকীন' এবং 'মালফুজাত' পঞ্চম খণ্ডের ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে।

'বারাহীনে আহমদিয়া'-এর চার অংশের ইংরেজি অনুবাদ এক খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর 'ইনকিলাবে হাকিকি', 'মুতালাবাতে তাহরিকে জাদিদ', 'ইরফানে ইলাহি' এবং 'ওয়াকিয়াতে খিলাফতে আলাভি'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

জামাতসমূহে আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা

এ পর্যন্ত বিশ্বের ১০৮টি দেশে ৭৩২টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়াকালাত-ই-ইশাআত তাওযি'

সারা বিশ্বের ২২টি ভাষায় ১১৬টি সাময়িকী, পত্রিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রদর্শনীর আয়োজন

সারা বিশ্বে ৩৬৮৮টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে ১০ লক্ষ ৭ হাজারেরও বেশি মানুষের কাছে ইসলাম ও আহমদিয়াতের বার্তা পৌঁছানো হয়েছে।

রাকীম প্রেস

রাকীম প্রেসের মাধ্যমে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ২৪০টি।

রাকীম প্রেস আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে এখানে বেশ ভালো কাজ করছে। আফ্রিকার ৭টি দেশে আমাদের প্রেস রয়েছে, যেখানে ৭ লক্ষ ৬০ হাজার বই এবং ৮২ লক্ষেরও বেশি সংবাদপত্র, সাময়িকী ও পত্রিকা এবং তবলীগি ও তারবিয়তি বইপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

ওয়াকালাত-ই-তামিল ও তানফিজ, ভারত

ওয়াকালাত-ই-তামিল ও তানফিজ, ভারতের রিপোর্ট অনুযায়ী, হযরত খলিফাতুল মসীহ্ প্রথম (রা.)-এর বাসভবনের প্রাঙ্গণে 'আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব' বিষয়ক 'আল-মুজীব' নামের একটি প্রদর্শনী প্রস্তুত করা হয়েছে।

কাদিয়ানে কেন্দ্রীয় রিসার্চ সেল বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আরবি ডেস্কের অধীনে এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০০-তে পৌঁছেছে। এর মধ্যে রূহানী খাযায়েনের সমস্ত উর্দু গ্রন্থ, মালফুজাতের পূর্ণাঙ্গ সেট, হযরত মুসলে মওউদ (রা.)-এর তাফসিরে কবীরের ১০ খণ্ডের সেট এবং আরও ৩৪টি গ্রন্থের অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বছরের মধ্যে 'মাজমু' আ-ই-ইশতিহারাত'-এর তিনটি খণ্ড এবং 'দাওয়াতুল আমীর'-এর আরবি অনুবাদ ও আরও কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা ডেস্কের অধীনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ৬টি গ্রন্থের অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে। আমার খুতবাগুলোও তারা প্রকাশ করেছে।

ফরাসি ডেস্ক 'লেকচার লাহোর'-এর ফরাসি অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

তুর্কি ভাষাতেও অনুবাদের কিছু কাজ চলছে। স্প্যানিশ ডেস্ক এ বছর ৬টি গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করেছে।

চীনা ডেস্ক হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ১৯২৪ সালের ধর্মীয় সম্মেলনের বক্তৃতার অনুবাদ করেছে।

লিফলেট ও ফ্লায়ার বিতরণ

এ বছর ১২০টি দেশে মোট ৭৮ লক্ষ ৬৬ হাজারেরও বেশি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৩ কোটি ৯২ লক্ষেরও বেশি মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছানো হয়েছে।

তাহরিকে ওয়াকফে নও-তে অন্তর্ভুক্ত ছেলেদের সংখ্যা ৫০ হাজার ৯৮১ জন এবং মেয়েদের সংখ্যা ৩৬ হাজার ৬৮৬ জন। এ বছর ৭৪টি দেশ থেকে ৩১১৬ জন অভিভাবক তাঁদের অনাগত সন্তানদের ওয়াকফে নও-এর জন্য উৎসর্গ করেছেন।

'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স', যার প্রকাশনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শুরু করেছিলেন, এই পত্রিকা এখন তার ১২৪তম বছরে প্রবেশ করেছে। এটি বিভিন্ন মাধ্যমের মাধ্যমে ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ ও ফরাসি ভাষায় কোটি কোটি মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। বছরের মধ্যে এর ডিজিটাল সংস্করণও প্রকাশ করা হয়েছে।

'আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল' এখন আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে বেশ বড় সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে।

এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের ১৬টি বিভাগ রয়েছে এবং মোট ৫৬৮ জন কর্মী দিনরাত সেবা প্রদান করছেন।

এ বছর এমটিএ আফ্রিকার দশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই দশ বছরে ৭ হাজারেরও বেশি অনুষ্ঠান প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ও আহমদিয়াতে প্রবেশ করেছেন। আফ্রিকায় জামাতের নিজস্ব রেডিও স্টেশনের সংখ্যা ২৬টি।

'ভয়েস অব ইসলাম' রেডিও, যুক্তরাজ্যেরও দশ বছর পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে এই রেডিওর সম্প্রচার ব্রিটেনের ১৩টি শহরে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া অনলাইন সম্প্রচার সারা বিশ্বে শোনা যায়।

'আল-ইসলাম' ওয়েবসাইটে হাদিস অনুসন্ধান ইঞ্জিন ও অ্যাপ চালু করা হয়েছে। কুরআন অনুসন্ধান ইঞ্জিনেও উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

'আল-ওসিয়ত' এবং 'বয়আতের দশটি শর্ত'-এর অ্যাপ সংযোজন করা হয়েছে। ৩৬টি নতুন ইংরেজি ই-বুক সংযোজনের ফলে মোট সংখ্যা ২৬০টিতে পৌঁছেছে। আল-ইসলামের দলও প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত এবং তারা অত্যন্ত ভালো কাজ করছে।

শেষাংশ ১১ ও ১২ পাতায়....



জুমআর খুতবা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষা ও বাস্তব আদর্শ

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জীবনচরিতের একটি উজ্জ্বল দিক এটিও যে, তাঁর স্বভাবে সামান্য উপকারেরও মূল্যায়ন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতা এতটাই গভীর ছিল যে, আপাতদৃষ্টিতে ছোটখাটো কোনো সেবা বা কথার জন্যও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

বাজারের নারীদের কার্যকলাপ দেখেও তাঁর দৃষ্টি আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য অধিকার আদায়ের দিকে ফিরে যেত। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে এ কথা প্রকাশ করতেন যে, এই লোকেরা কয়েকটি টাকার জন্য নিজেদের ঘুম নষ্ট করে, অথচ আমরা আল্লাহ তাআলার অগণিত নিয়ামতের জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না। নফল ইবাদত ও নামাজের প্রতি মনোযোগ দিই না এবং রাত জেগে ইবাদত করতে পারি না। বরং এমন অনেক মানুষ আছে, যারা ফরজ নামাজ আদায় করতেও অলসতা করে। ফজরের নামাজের জন্য ঘুম থেকে ওঠা আমাদের কাছে কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব, প্রত্যেক আহমদির এ বিষয়ে আত্মসমীক্ষা করা উচিত।

হুযূর আলাইহিস সালাম বলতেন, উপায়-উপকরণ কাজে লাগানোও আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি পদ্ধতি।

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম যখন 'বারাহিনে আহমদিয়া' গ্রন্থটি রচনা করেন, তখন এর জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদানকারীদের নাম গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করার আহ্বান জানান। সেই দোয়ামূলক তালিকায় তাঁদের নামও রয়েছে, যাঁরা পাঁচ টাকা, দুই টাকা, এমনকি দুই আনা পর্যন্ত দান করেছিলেন।

এমন কোনো সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতেন না, যখন নিজের সঙ্গীদের প্রতি কিংবা সামান্য কাজ করে দেওয়া ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন না। তিনি কখনোই নিজের সঙ্গীদের জন্য নিজের সমস্ত পরিশ্রমের কথা প্রকাশ করতেন না; বরং তাঁদের প্রশংসা করে বলতেন যে, তাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের কারণে তাঁর কাজগুলো সহজ হয়ে গেছে।

তিনি সর্বদা সেবকদের ছোটখাটো কাজেরও মূল্যায়ন করতেন এবং তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি করতেন। তাঁদের পরিশ্রমের তুলনায় বেশি পারিশ্রমিক দিতেন। যে দিনগুলোতে কোনো গ্রন্থ বা পুস্তিকা দ্রুত ও জরুরিভাবে মুদ্রণ করে প্রকাশ করার প্রয়োজন হতো এবং রাতেও কাজ চলত, তখন হুযূরের সঙ্গে যাঁরা ছাপাখানার কর্মী অথবা লিপিকার হিসেবে কাজ করতেন, তাঁদের জন্য বিশেষ যত্নসহকারে দুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের স্বাভাবিক পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি মজুরি দিতেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের কাজের দক্ষতা ও কর্মতৎপরতায় আনন্দ প্রকাশ করার পাশাপাশি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতেন।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২১ আগস্ট , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২১ জহুর, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীরূপ গভীরতার সাথে তাঁর সাহাবীদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করতেন, সে সম্পর্কে হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একদা তাঁকে বলেছিলেন, আজ মীরা বখশ সওদাই-এর সাথে তোমার কী নিয়ে বিবাদ হচ্ছিল? [সেখানে একজন মাজযুব বা অপ্রকৃতস্থ ধরনের মানুষ ছিল, পীর সাহেব হয়তো তার সাথে কোনো তর্ক করেছিলেন।] তাই তিনি বলেন, আমি ভয় পাই- খোদা জানে হযরত আকদাস আবার কী বলে বসেন! হয়তো তিনি আমাদের সবকথা শুনেছেন। আমি ভীত-ত্রস্ত অবস্থায় সব ঘটনা খুলে বলি। তিনি (আ.) বলেন, উন্মাদ ও পাগল ব্যক্তি 'মারফূ-উল-কালাম' হয়ে থাকে। [অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার কোনো বোধ-বুদ্ধি থাকে না এবং যার ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুযায়ীভালো-মন্দ কর্মও লেখা হয় না এবং তার পাপের জন্য কোনো শাস্তিও হয় না। কাজেই, তিনি বলেন, এরা এমন মানুষ, যারা এমন অবস্থায় যা-ই বলুক বা যা-ই করুক না কেন- তাদের কোনো শাস্তি নেই। তাদের কোনো বোধবুদ্ধিই নেই, তাদের আবার শাস্তি কীসের! শাস্তি তো তার হয়, যার মাঝে কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে। তিনি বলেন, 'এমন লোকদেরকে জগৎ খোদাপ্রেমে মাতোয়ারা, ওলী-আল্লাহ্, কুতুব এবং সেবা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। এরা ভুল বলে]। বস্তুত এরা খোদাপ্রেমে মাতোয়ারা বা ওলী-আল্লাহ্ নয়, বরং এমন লোকেরাবঞ্চিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ সকল ঐশী কল্যাণ থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। যেমন বুদ্ধিমত্তা থেকে, মেধা-মনন থেকে, পোশাক থেকে, পানাহারের স্বাদ থেকে, স্ত্রী-সন্তান এবং তাদের লালন-পালনের নিয়ামত ও সওয়াব থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। আল্লাহ্ তা'লার পরিচয় ও জ্ঞান থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। আল্লাহ্ তা'লার সত্তা ও গুণাবলির জ্ঞান থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। নবী-রসূলের মর্যাদা এবং তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণ থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং এর অর্থ, রহস্যাবলি, মারিফাত ও সূক্ষ্মতত্ত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে; শরীয়ত ও তরীকত থেকে বঞ্চিত থাকে। এরপর নামায, যা মুমিনদের মিরাজ এবং রোযা, স্বয়ং আল্লাহ তা'লা যার বিশেষ প্রতিদান, আর হজ্জের নিয়ম-কানুন ও যাকাত এবং এগুলো থেকে অর্জিত সওয়াব ও মর্যাদা থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। এমন লোকদের দেখলে, তোমাদের উচিত তাদের সাথে তর্ক করার পরিবর্তেখোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে সকল নিয়ামত ও কল্যাণে ভূষিত করেছেন এবং বঞ্চিত করেন নি। বুদ্ধি দিয়েছেন, মেধা দিয়েছেন, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং এর জ্ঞান, রহস্যাবলি, মারিফাত ও সূক্ষ্মতত্ত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন।হালাল ও হারাম প্রতিটি জিনিসের মাঝে পার্থক্য করার জ্ঞান দিয়েছেন। রসূলদেরকে চেনার তৌফিক দিয়েছেন।রনিজ সত্তা ও গুণাবলির জ্ঞান দিয়েছেন। [তাজকেরাতুল মাহদী, ১ম ভাগ, পৃ: ১৮২-১৮৩]

কাজেই, যেখানে তিনি 'মারফূ-উল-কালাম' (বা দায়মুক্ত) লোকদের সাথে তর্ক না করে বরং তাদের সাথে সদাচরণের উপদেশ দিয়েছেন, সেখানে আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শিক্ষাও দিয়েছেন যে, এমন লোকদের দেখে আমাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সকল নিয়ামত দান করেছেন।

একইভাবে হযরত মালিক মুহাম্মদ হাসান মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (আ.) ফজরের নামাযেরজন্য আসেন। নামাযের পর হুযূর (আ.) খাদেমদের সম্বোধন করে বলেন, "রাতে সারেঙ্গী ও তানপুরা কোথায়বাজছিল, [নিকটস্থ কোনো প্রতিবেশীর বাড়িতে গান-বাজনা হচ্ছিল] কেউ একজন নিবেদন করে, হুযূর! মির্যা নিজামউদ্দীন সাহেব এক কাঞ্চনী তথা নর্তকীকে ডেকেছিল। (তিনি এ ধরনের অপকর্ম করতেন] এবং সারা রাতের জন্য কুড়ি রুপির চুক্তি করেছিল। [তাকে কুড়ি রুপি দেওয়ার কথা ছিল এবং সারারাত মির্যা নিজাম উদ্দীনের বাড়িতে নাচগান চলছিল।] হুযূর (আ.) একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন: "আল্লাহ্! সে কত বড়ো নিমকহালাল বা প্রভুভক্ত।"

[অর্থাৎ সেই নর্তকীর বিষয়ে তিনি বলেন, সে তো এমন নিমকহালাল বা বিশ্বস্ত যে,] বিশ রুপির বিনিময়ে সারারাত নাচ-গান করেছে এবং জেগে থেকেছে, অথচ আমরা আমাদের সেই প্রকৃত স্রষ্টা ও মালিকের জন্য এক-দুই ঘণ্টাওজাগতে পারি না, যিনি আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামতে ধন্য করেছেন!" আর তিনি (আ.) এই বাক্যগুলো দুইতিনবার পুনরাবৃত্তি করেন।

ও[আসহাবে আহমদ, ৩য খণ্ড, পৃ: ২৭৮]

এই বারাঙ্গনাদের কাজ দেখেও তাঁর দৃষ্টি খোদা তা'লার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতিই নিবদ্ধ হয়েছে এবং অত্যন্ত বেদনার সাথে তিনি এ বিষয়টি ব্যক্ত করেন যে, এসব মানুষ মাত্র কয়েক রুপির জন্য নিজেদের ঘুম নষ্ট করে, অথচ আমরা আল্লাহ্ তা'লার অগণিত নিয়ামতের কারণেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না এবং তাঁর নফল ইবাদত ও নামাযের প্রতি মনোযোগ দিই না এবং জাগতে পারি না। বরং অনেকে তো এমনও আছে, যারা ফরয নামায পড়ার ক্ষেত্রেও আলসেমি করে, ফজরের নামাযের জন্য ওঠাও আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়।অতএব, প্রত্যেক আহমদীকে এ বিষয়ে আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের দায়িত্ব কতটুকু পালন করছি।

হুযূরের আহার করার সময়কার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিত্র হযরত শেখ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব সারদাবী (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন যে, হুযূরের অভ্যাস ছিল- হুযূর খাবার খাওয়ার সময় 'সুবহানাল্লাহ্', 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলতেন এবং এমনভাবে খেতেন যেন কোনো কিছুর সন্ধান করছেন। "

(আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ:৪১৩)

অর্থাৎ এ সময়ও প্রতিটি লোকমায় আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, হুযূর অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও আমরা দেখেছি। তাঁর রীতি ছিল, তিনি যখন রুটি খেতেন, তখন রুটির একটি ছোট্ট টুকরো ভেঙে নিজের মুখে দিতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁত তা চিবোতে পারত, ততক্ষণ তিনি তা ভালোভাবে চিবোতে থাকতেন। বড়ো লোকমা নেওয়ার অভ্যাস তাঁর ছিল না; বরং তিনি সবসময় ছোট লোকমা নিতেন এবং একদিকে প্রথম লোকমাটি যতক্ষণ চিবোতেন, অপর দিকে রুটির আরেকটি টুকরো নিয়ে নিজের হাতে মাখতে থাকতেন এবং সাথে সাথে 'সুবহানাল্লাহ্','সুবহানাল্লাহ্' বলতে থাকতেন। কিছুক্ষণ পর তা থেকে কোনো একটি টুকরোয় তরকারি মাখিয়ে মুখে পুরতেন।"

(তফসীর কবীর, খণ্ড-৯, পৃ: ২৬১-২৬২)

হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি অল্পবয়সী হবার কারণে এবং এ কারণেও যে, হযরত আকদাস (আ.) আমার পিতা হযরত ডা. সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেবকে নিজের বাড়িতেই অতিথি হিসেবে রাখতেন এবং আমরা (তাঁর) বাড়িতে এমনভাবে থাকতাম যেন এক-ই পরিবারের সদস্য।আমরা বিনা দ্বিধায় ভেতরে-বাইরে আসা-যাওয়া করতাম এবং হুযূরের ঘরেই ঘুমাতাম। তিনি বলেন, আমার ভালোভাবে স্মরণ আছে, যখনই এলাকায় বা শহরে প্লেগ দেখা দিত, তখন হুযূর কেবল নিজের ঘর পরিষ্কার করারই নির্দেশ দিতেন না, বরং বোর্ডিং হাউস পরিষ্কার করার বিষয়েও উদ্যোগ নিতেন এবং সকল বন্ধু-বান্ধবকেও নিজেদের ঘরে গন্ধক, আগুন, ফিনাইল এবং গুগল ইত্যাদি [গুগল হলো এক প্রকার গাছের আঠা, যা জীবাণু নাশক ধোঁয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়] এসব জিনিস দিয়ে জীবাণু ধ্বংস করার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিতেন।

হুযূর বলতেন-বাহ্যিক উপায় বা উপকরণ ব্যবহার করাও মূলত আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।"

এটিও আল্লাহ্তা'লার নিয়ামত এবং এ কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেছেন যা এসব রোগেরপ্রতিরোধক এবং এসব মহামারীতে পরিবেশে যে দূষণ সৃষ্টি হয়, পরিবেশ নোংরা হয় বা বিষাক্ততা ছড়িয়ে পড়ে,তা পরিষ্কার করার জন্য। তিনি (আ.) বলতেন- আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কারণ এটি তাঁর নির্দেশ পালনের নামান্তর, আর বাহ্যিক উপায়-উপকরণ পরিহার করা ঐশী বিধানের পরিপন্থি। অর্থাৎ বাহ্যিক উপকরণ ব্যবহার না করাও শরীয়তের পরিপন্থী। তাওয়াক্কুল বা খোদার ওপর ভরসার স্থান এর পরে আসে। অর্থাৎ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করে শুধু তার ওপরই নির্ভর করা উচিত নয়, বরং প্রকৃত মারিফাত বা প্রজ্ঞা হলো-বাহ্যিক উপায়ের পেছনে কার্যকর খোদা তা'লার হাতের প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে।" (আসহাবে আহমদ, খণ্ড-৫, পৃ: ৩৫)

আমি যে এসব করছি, এগুলোও আল্লাহ তা'লারই সৃষ্ট বস্তু, এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা আমাদের জন্য মঙ্গলের উপকরণ সৃষ্টি করবেন, আর এর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। মানুষ যদি এভাবে চিন্তা করে, তবে সে সবসময় আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে।

হযরত মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা ১৯০৪ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন করম দীনের মামলার জন্য গুরুদাসপুরে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি বলেন, এই অধমও এক মাসের জন্য গুরুদাসপুরে হুযূরের সেবায় নিয়োজিত ছিল। একদিন মুলতানের বাসিন্দা এক বন্ধু তাজা পাকা খেজুর নিয়ে আসেন। কোনো এক বন্ধু বলেন যে, এগুলো গরম প্রকৃতির হয়ে থাকে। যে সাহেব খেজুর এনেছিলেন, তিনি বলেন, যত খুশি এই খেজুর খেতে পারো, এরপর সামান্য একটু পেঁয়াজ খেয়ে নাও, কোনো অসুবিধা হবে না। এটিও পুরোনো যুগে বয়োজ্যেষ্ঠদের চিকিৎসার একটি টোটকা ছিল যে, কোনো গরম জিনিস খেয়ে ফেললে পেঁয়াজ খেয়ে নাও, তার প্রভাব দূর হয়ে যাবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তখন বলেন, আল্লাহ তা'লা কত সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, প্রতিটি জিনিসের প্রতিষেধকও বিদ্যমান রয়েছে, অর্থাৎ এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্য আরেকটি জিনিসও রয়েছে। তিনি বলেন, আম যত খুশি খেয়ে নাও-ডায়াবিটিসের রোগীদের বিষয়ে বলা হয় যে, আম খাওয়া উচিত নয়, এতে অনেক মিষ্টি থাকে-এরপর সামান্য কিছু জাম খেয়ে নেবে, জামও ডায়াবিটিস রোগীর একটি চিকিৎসা, কোনো অসুবিধা হবে না। অতঃপর কলার কথাই ধরো, এরও ক্ষতি আছে আবার উপকারিতাও আছে। তো যত খুশি খেয়ে নাও, এরপর সামান্য কিছু কাঁচা চাল চিবিয়ে নিও, সব হজম হয়ে যাবে। এরপর হুযূর একটি ভাষণও প্রদান করেন যে, আল্লাহ তা'লা মানুষের জন্য কত চমৎকার আধ্যাত্মিক ও শারীরিক ব্যবস্থা প্রস্তুত রেখেছেন, যার কৃতজ্ঞতাও মানুষ জ্ঞাপন করতে পারে না।"

(আসহাবে আহমদ, খণ্ড-২, পৃ: ১৭২)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর গ্রন্থ 'তাজকিরাতুশ শাহাদাতাইন' রচনা করার সময় রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লেখেন: যখন আমি এই পুস্তকটি লেখা আরম্ভ করি, তখন আমার ইচ্ছা ছিল, ১৬ অক্টোবর ১৯০৩ সালে গুরুদাসপুরে একটি ফৌজদারি মামলার শুনানিতে যাওয়ার আগেই-যা এক বিরোধীর পক্ষ থেকে আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল-এই পুস্তিকাটির রচনা শেষ করব এবং এটি সাথে করে নিয়ে যাব। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার তীব্র কিডনির ব্যথা দেখা দেয়। আমি ভাবলাম যে, এই কাজ তো অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে। মাত্র দু-চার দিন বাকি। আমি যদি এভাবেই কিডনির ব্যথায় ভুগতে থাকি, যা একটি মারাত্মক রোগ, তবে এই রচনা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তখন খোদা তা'লা দোয়ার দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। আমি রাতের বেলা,যখন ১২টার পর প্রায় তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, আমার পরিবারের সদস্যদের বলি, এখন আমি দোয়াকরছি, তোমরা 'আমীন' বলো। তিনি (আ.) ঘরের সবাইকে একত্র করে নিয়েছিলেন। সুতরাং আমি সেই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাতেই সাহেবজাদা মৌলভী আবদুল লতীফ সাহেবের কথা স্মরণ করে দোয়া করি যে, হে আল্লাহ! এই মরহুমের জন্যই আমি এই বইটি লিখতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেন, যখন আমি এই দোয়া করি, তখন সাথে সাথেই আমার তন্দ্রা আসে এবং ইলহাম হয়: سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيْمٍ অর্থাৎ, শান্তি ও নিরাপত্তা, এটি পরম দয়ালু প্রভুর বাণী। সুতরাং, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সকাল ছয়টা বাজতে না বাজতেই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই এবং ঐ দিনই বইটির প্রায় অর্ধেক লিখে ফেলি, فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذَالِكَ সুতরাং এর জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতা'লার)।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৭৪-৭৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবনের একটি উজ্জ্বল দিক এটিও যে, তাঁর স্বভাবে এতটা কৃপাদৃষ্টিও গুণগ্রাহিতা ছিল যে, বাহ্যিকভাবে ছোট ছোট সেবা এবং বিষয়েও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

হযরত মৌলভী আবদুল করীম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, এই সপ্তাহে-অর্থাৎ যখন তিনি এটি বর্ণনা করছিলেন তখনকার কথা-সবচেয়ে অদ্ভুত ও চিত্তাকর্ষক ঘটনা যা ঘটেছে এবং যা আমাদের ঈমানকে প্রবল শক্তি যুগিয়েছে, তা হলো হুযূরের নামে আসা একটি চিঠি। তাতে অকাট্য প্রমাণ ও বিস্তারিতভাবে লেখা আছে যে, কাবুলের অন্তর্গত জালালাবাদ এলাকায় নবী ইউয আসেফের একটি স্মৃতিস্তম্ভ (চত্বর) রয়েছে এবং সেখানে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, দুই হাজার বছর পূর্বে এই নবী সিরিয়া থেকে এখানে এসেছিলেন এবং কাবুল সরকারের পক্ষ থেকে কিছু জায়গিরও এই চত্বরের নামে বরাদ্দ রয়েছে। এর চেয়ে বেশি বিস্তারিত বলার অবকাশ এখানে নেই। মৌলভী সাহেব লিখেন যে, এই চিঠি পেয়ে হযরত আকদাস (আ.) অত্যন্ত আনন্দিত হন। আল্লাহ তা'লা সাক্ষী এবং সর্বজ্ঞ-এই আনন্দে হযরত মসীহমওউদ (আ.) বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'লা সাক্ষী এবং সর্বজ্ঞ, যদি কেউ আমাকে কোটি কোটি টাকাও এনে দিত, তবে আমি কখনোই এতটা আনন্দিত হতাম না, যতটা আনন্দ এই চিঠি আমাকে দিয়েছে। মৌলভী আবদুল করীম সাহেব (রা.) বলেন, হে ভাইয়েরা! ধর্মীয় বিষয়ে এমন আনন্দ, এটি কি খোদার পক্ষ থেকে হবার নিদর্শন নয়? আজ এমন কে আছে, যে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার কথায় এমন আনন্দ প্রকাশ করবে! আমি আল্লাহ তা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, সেসময় হুযূরের আনন্দ দেখে এবং তা উপলব্ধি করে আমি নিজ অন্তরে ভীষণ লজ্জিত হচ্ছিলাম যে, যদিও আমিও আনন্দিত এবং বন্ধু-বান্ধবরাও আনন্দ উদ্‌যাপন করছেন যে, বাতিলকে পরাস্ত করার জন্য আরেকটি পথ খুলে গেছে এবং এখন মসীহ (আ.)-এর গতিপথের পূর্ণ মানচিত্র পাওয়া গেছে, কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আনন্দের কোনো তুলনাই ছিল না।

(আল হাকাম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪, ১০ জুলাই, ১৮৯৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন 'বারাহীনে আহমদীয়া' রচনা করেন, তখন এর জন্য আর্থিক সহায়তাকারীদের নাম সেই বইটিতে লিপিবদ্ধ করেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দোয়ার আহ্বান জানান; আর এই দোয়ার তালিকায় তাদের নামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা পাঁচ টাকা, দুই টাকা, এমনকি দুই আনাও প্রদান করেছিলেন।

হুযূর লেখেন: "সেই জগতসমূহের প্রভুর কতটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, যিনি সর্বপ্রথম আমার মতো এক নগণ্য ব্যক্তিকে নিছক তাঁর নিজ ফজল, কৃপা এবং অদৃশ্য অনুগ্রহে এই বইটি রচনা করার ও লেখার তৌফিক দিয়েছেন এবং

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

তারপর এই রচনা প্রকাশ করার, ছড়িয়ে দেওয়ার এবং ছাপানোর উদ্দেশ্যে ইসলামের সমর্থনে বুযুর্গ, গণ্যমান্য ব্যক্তি, ধনাঢ্য শ্রেণী এবং অন্যান্য ভাই, মুমিন ও মুসলমানদেরকে আগ্রহী, ইচ্ছুক ও মনোযোগী করে দিয়েছেন। সুতরাং এই স্থানে সেই সমস্ত সহায়তাকারীদের শুকরিয়া আদায় করাও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, যাদের অনুগ্রহপূর্ণ মনোযোগের কারণে আমার ধর্মীয় উদ্দেশ্যগুলো নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ থেকেছে এবং আমার পরিশ্রমগুলো বরবাদ হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। আমি এই ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় এমনভাবে কৃতজ্ঞ যে, আমার কাছে এমন শব্দ নেই যার দ্বারা আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি। বিশেষ করে যখন আমি দেখি যে, কতিপয় ব্যক্তি এই কল্যাণকর কাজের সমর্থনে অসাধারণভাবে এগিয়ে এসেছেন এবং কেউ কেউ অতিরিক্ত সহায়তার জন্য আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তখন আমার এই কৃতজ্ঞতা এবং বাধিত থাকার অনুভূতি আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ আমার এই কৃতজ্ঞতা এবং বাধিত থাকার অনুভূতি আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।"

এরপর তিনি সেসব সহায়তাকারীদের নামও লিখেছেন যারা সাহায্য করেছিলেন এবং তিনি বলেন যে, "আমি সেই সমস্ত দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ ও সাহসী পুরুষদের বরকতমণ্ডিত নাম-যারা এই গ্রন্থ ক্রয় করে এবং এর মুদ্রণে সাহায্য করে কিছু না কিছু অনুগ্রহ করেছেন-তাদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণসহ লিপিবদ্ধ করে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি।" আর এভাবে তিনি সবার নাম লিখেন এবং তিনি বলেন, "আর ভবিষ্যতেও এই গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই রীতি অব্যাহত থাকবে, অর্থাৎ আমি নাম লিখতে থাকব, যতদিন পৃথিবীর বুকে এই গ্রন্থের উপকারিতা ও কল্যাণের ছাপ অবশিষ্ট থাকবে। যতদিন মানুষ এই গ্রন্থ দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হতে থাকবে, ততদিন এসব নাম লেখা হতে থাকবে, যেন মানুষ তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে।" কারণ তিনি (আ.) বলেছেন, "এই পুস্তকের মাধ্যমে যে-ই উপকৃত হবেন এবং এই গ্রন্থ পাঠ করে আনন্দ উপভোগ করবেন, তিনি যেন আমার ও আমার সহযোগীদের কল্যাণের জন্য দোয়া করেন। [যখনই এর দ্বারা উপকৃত হবেন, তখন আমাকে এবং আমার সহকারীদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।]"

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি পুস্তক রচনা করেন যার নাম রেখেছেন 'মিনানুর রহমান' এবং এতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আরবী ভাষা হচ্ছে 'উম্মুল আলসেনা' অর্থাৎ সকল ভাষার জননী। এ কাজে যেসব বন্ধু বিভিন্ন উদ্ধৃতি খুঁজে বের করতে তাঁকে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, "আমরা এখানে আমাদের সেই বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে থাকতে পারছি না যারা আমাদের এই কাজে 'বিভিন্ন ভাষার মাঝে সাদৃশ্যতা' প্রমাণের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে একথা উল্লেখ করছি যে, আমাদের নিষ্ঠাবান বন্ধুরা ভাষার সাদৃশ্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যা নিশ্চিতভাবে তত দিন পর্যন্ত এই ভূপৃষ্ঠে স্মরণীয় হয়ে থাকবে যত দিন এই পৃথিবী টিকে থাকবে। খোদার সেই বীর পুরুষরা পরম বীরত্বের সাথে নিজেদের মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন এবং দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম এবং ঘাম ঝরিয়ে এই মহৎ কাজ সম্পাদন করেছেন। আমি জানি, খোদা তা'লার দরবারে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে;কারণ তারা এমন এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, যাতে অতিসত্বর ইসলামের পক্ষ থেকে বিজয়ের দামামা বাজবে।

অতএব, তাদের প্রত্যেকেই ঐশী পদক পাওয়ার যোগ্য। সেই অবস্থা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই যে, তারা কীভাবে প্রত্যেক বৈঠকে সাদৃশ্য বের করার জন্য মনে মনে শত শত ক্রোশ পথ পাড়ি দিতেন আর এরপর কীভাবে সফলতা লাভ করে ফিরে এসে কোনো একটি সমার্থক বা অভিন্ন শব্দের উপহার উপস্থাপন করতেন। আর এভাবেই আমাদের কাছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা একত্রিত হয়। আমি কখনো তা ভুলব না, এই মাহাত্ম্যপূর্ণ কাজে আমাদের নিষ্ঠাবান বন্ধুরা যে সাহায্য করেছেন, আমার কাছে সেই ভাষা নেই যার মাধ্যমে আমি এই পরিমাপ বর্ণনা করতে পারি। আমি দোয়া করছি, খোদা তা'লা তাদের এই পরিশ্রম গ্রহণ করুন এবং তাদেরকে নিজের জন্য কবুল করে নিন এবং অপবিত্র জীবন থেকে সর্বদা মুক্ত ও নিরাপদ রাখুন। আর তাদেরকে নিজের ভালোবাসা ও অনুরাগ দান করুন, আর তিনি তাদের সঙ্গী হোন; আমীন সুম্মা আমীন।"

এরপর তিনি (আ.) তাদের নামও লিখেছেন যারা সাহায্য করেছিলেন। যার মধ্যে তিনি বলেছেন, সর্বপ্রথম হযরত হাকীম মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবের কথা, তারপর হযরত মৌলভী আবদুল করীম সাহেব এবং একইভাবে আরও অনেক সাহাবী রয়েছেন।

তিনি (আ.) বলেন, 'খোদা তা'লা সবচেয়ে ভালো জানেন যে, এই কাজে কার চেষ্টা-প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি ছিল এবং তিনি কোনো নিষ্ঠাবানের পরিশ্রমই বিনষ্ট করবেন না। কিন্তু আমাদের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে যতটুকু জানায় তা হলো, সবচেয়ে বেশি প্রচেষ্টা আমার ভাই হাকীম মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব এবং আমার ভাই মৌলভী আবদুল করীম সাহেবের, যারা সমস্ত (পার্থিব) সম্পর্ক ছিন্ন করে কয়েক মাস যাবত এই কাজের জন্য আমার কাছে উপস্থিত আছেন। আর হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব শুধু এতটুকু সমবেদনা ও সহমর্মিতাই প্রদর্শন করেননি, বরং এ কাজের জন্য নিজের খরচে ভালো ভালো ইংরেজি বই কিনে আনিয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যেই মূল্যবান বইয়ের এক ভাণ্ডার জড়ো করেছেন। جَزَاهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۔ وَاللّٰهُ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন, আর আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীলদের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না।"

(মিনানুর রহমান, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৪৩-১৪৪)

হযরত আকদাস (আ.) মিয়াঁ মনযূর মুহাম্মদ সাহেবের উল্লেখ করে বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের প্রতিকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ এ কথা উল্লেখ করা অপরিহার্য যে, আমার পুস্তক রচনার গুরুত্বপূর্ণ কাজে খোদা তা'লা নিজকৃপায় আমাকে এক উত্তম এবং সম্মানিত, নিষ্ঠাবান দান করেছেন, অর্থাৎ, আমার স্নেহের লিপিকার মিঞা মঞ্জুর মুহাম্মদ সাহেব, যার হাতের লেখা খুবই সুন্দর, যিনি জগতের খাতিরে নয় বরং কেবল ধর্মের ভালোবাসায় কাজ করে থাকেন এবং নিজের জন্মভূমি ছেড়ে হিজরত করে এই জায়গায় তথা কাদীয়ানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছেন। আর এটি খোদা তা'লার এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি আমার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে এমন একজন আন্তরিক ও কর্মঠ ব্যক্তি দান করেছেন, যার কাছ থেকে আমি দিন বা রাতের যে কোনো সময়ে অনুলিপি তৈরির সেবা গ্রহণ করি এবং তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে এই সেবা প্রদান করেন। একারণেই এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধের সময়ে আমার পক্ষ থেকে একের পর এক দ্রুতগতিতে এমন সব পুস্তিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে, যা প্রতিপক্ষদের পরাজিত করছে- যেন শত্রুদের বিরুদ্ধে অবিরাম গুলি বর্ষণ করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের সাহায্যকারী উপায়-উপকরণ সহজলভ্য করাও আল্লাহ্ তা'লার একটি নিদর্শন। যে দিক থেকেই দেখা হোক না কেন, আমার জন্য সকল কল্যাণকর উপায়-উপকরণ সহজলভ্য করেছেন এবং আমাকে লেখনিতে এমন শক্তি দেওয়া হয়েছে যে, মনে হয় আমি নই বরং ফেরেশতারা লেখেন, যদিও বাহ্যিকভাবে আমারই হাত দিয়ে তা লেখা হয়।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৮)

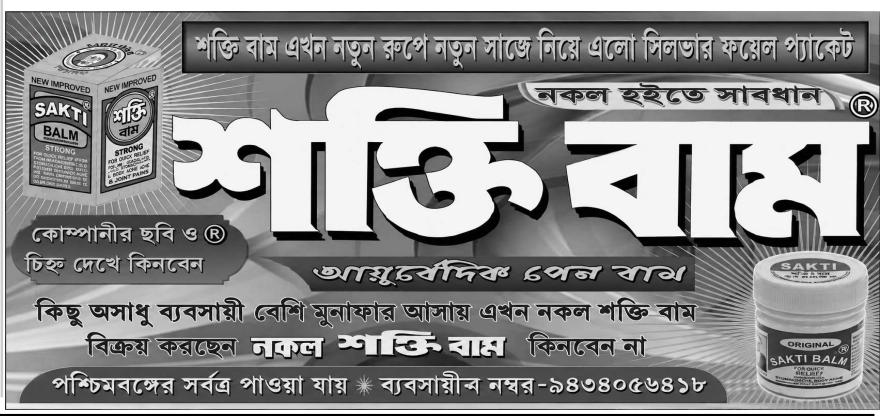
[তিনি (আ.) কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতেন না। তাঁর সঙ্গীরা সামান্য একটু কাজ করলেও তিনি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলতেন না। বরং নিজের সব পরিশ্রমের কথা আড়ালে রেখে সবসময় সঙ্গীদেরই প্রশংসা করতেন-'তাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সহযোগিতাতেই আমার জন্য একাজ সহজ হয়েছে।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন: [হুযূর (আ.)] সর্বদা সেবকদের ছোটখাটো কাজেরও মূল্যায়ন করতেন এবং তাদের মনস্তুষ্টি করতেন। তাদের পরিশ্রমের চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক দিতেন। যে দিনগুলোতে কোনো বই বা কোনো পুস্তিকা জরুরী ভিত্তিতে দ্রুত ছাপিয়ে প্রকাশ করার প্রয়োজন হতো এবং রাতের বেলাও কাজ চলত, তখন হুযূরের সাথে প্রেসের কর্মি হিসেবে যারা কাজ করতেন তাদের জন্য দুধ ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী বিশেষ মনোযোগের সাথে সরবরাহ করতেন। এছাড়া সাধারণ নিয়মের চেয়ে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতেন এবং তাদের কর্মদক্ষতায় কেবল খুশি-ই হতেন না, বরং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।"

(সীরাত হযরত মসীহ মওউদ, ৩য় ভাগ, পৃ: ৩৪৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, নবীদের অন্তর অত্যন্ত কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ থাকে। এমনকি তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতম বিষয়কেও তাঁরা এক বিশাল অনুগ্রহ মনে করে। তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক যখন দিন-রাত ছাপা হতো, তখন তিনি অনেক রাত নির্ঘুম পার করতেন কিন্তু যখনই কোনো ব্যক্তি রাতের বেলা প্রুফ নিয়ে আসতো, তখন তার ডাক শুনে তিনি নিজেই তা নেওয়ার জন্য উঠে যেতেন এর সাথে সাথে তিনি এ-ও বলতেন, জাযাকাল্লাহু আহসানুল জাযা। তার কতই না কষ্ট হয়েছে। এই লোকেরা কত কষ্ট সহ্য করে। আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন অথচ তিনি নিজে সারা রাত জেগে কাটাতেন।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বহুবার আমি তাঁকে কাজ করতে দেখে ঘুমিয়েছি আবার যখনই ঘুম ভাঙতো, দেখতাম তিনি কাজ-ই করছেন, অথচ সকাল হয়ে যেত। অন্য লোকেরা যদিও আল্লাহ্‌র জন্যই কাজ করতেন কিন্তু তিনি (আ.) তাদের কষ্ট অনুভব করতেন। কেন? কারণ নবীদের হৃদয়ে অনুগ্রহের গভীর উপলব্ধি থাকে।" (আল ফযল, ১৯ আগস্ট, ১৯১৬)



আরেকটি ঘটনা হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, ফয়েজুল্লাহ্ চকের বাসিন্দা হাফেয নবী বক্স সাহেব (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর বাগানে হাঁটতে যান। সে সময় হুযূরের পবিত্র হাতে একটি বেতের ছড়ি ছিল। একটি গাছের ফল পাড়ার জন্য সেই ছড়িটি ছোঁড়া হলে, সেই ছড়িটি গাছেই আটকে যায়। দূর থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল (আর) সেখানেই আটকে যায় আর এমনভাবে আটকে গিয়েছিল যে সেটি আর নিচে পড়ছিল না। সাহাবীরা ছড়িটি নামানোর অনেক চেষ্টা করলেও সফল হন নি। তখন নবী বক্স সাহেব বলেন, আমি নিবেদন করি, হুযূর আমি গাছে উঠে (ছড়িটি) নামিয়ে আনছি। এরপর আমি চটজলদি গাছে উঠি এবং পবিত্র ছড়িটি নামিয়ে আনি। হুযূর এতটা আনন্দিত ও বিস্মিত হন যে, বারবার স্নেহের সুরে বলছিলেন যে, মিয়াঁ নবী বখশ! আপনি তো দারুণ কাজ করেছেন যে, গাছে উঠে সাথে সাথেই ছড়িটি নামিয়ে এনেছেন। কীভাবে গাছে উঠলেন আর কীভাবে এই গাছে ওঠা শিখলেন? এই ছড়িটি তো আমার আব্বাজানের আমলের ছিল, যা আপনি আজ যেন নতুন করে (ফিরিয়ে) দিলেন। হুযূর পথ চলতে চলতেও বারবার বলছিলেন যে, মিয়াঁ নবী বখশ গাছে উঠে ছড়ি নামানোর ক্ষেত্রে দারুণ এক কাজ করেছে। এছাড়া এটিও হুযূরের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, ছোট হোক বা বড়, তিনি কাউকেই 'তুই' শব্দে সম্বোধন করতেন না। আমি ছোট বাচ্চা হওয়া সত্ত্বেও হুযূর কখনো আমাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেননি।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩৬)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন যে, ডা. মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সাহেবের (আ.) জন্য যখন কোনো ব্যক্তি উপহার নিয়ে আসত, তখন তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হতেন এবং ঘরেও সেই ব্যক্তির আন্তরিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং এ কথা প্রকাশ করতেন যে, অমুক ব্যক্তি এই জিনিসটি পাঠিয়েছে।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪৭)

তিনি (আ.) ছোট ছোট উপহারে কীভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, সে সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, মরহুম ডা. খলীফা রশীদউদ্দীন সাহেবের স্ত্রী নিজের একটি লেখায় বর্ণনা করেছেন যে, একদা ডা. সাহেব তিন মাসের ছুটি নিয়ে আগ্রা থেকে কাদিয়ান আসেন। আগ্রায় খুরমা নামক বালুশাহী জাতীয় এক ধরনের মিষ্টি পাওয়া যায়, যা খুবই চমৎকার এবং বেশ বড় আকৃতির হতো। হুযূরের (আ.) সেগুলো পছন্দও ছিল। ডা. সাহেব যখনই আসতেন, হযরত সাহেবের জন্য খুরমা অবশ্যই নিয়ে আসতেন। একদিন যখন তিনি আসেন, তখন হুযূর (আ.) সেদিন সকাল থেকে কোনো খাবার খাননি। তিনি বলেন, আসরের সময় আমি ঘরে আসি আর তিনি (আ.) খুবই খুশি হন। আমার কাছে সফরের হালহকিকত জিজ্ঞেস করেন। হযরত আম্মাজান (রা.) বলেন যে, খাবার তৈরি আছে। তিনি (আ.) বলেন, খাবার খেতে ইচ্ছে করছে না। তখন হযরত আম্মাজান (রা.) বলেন যে, মুরাদ খাতুন–অর্থাৎ এই মহিলাই–আপনার জন্য আগ্রা থেকে খুরমা নিয়ে এসেছেন। প্রথমে তো তিনি (আ.) অত্যন্ত খুশি হন, তারপর বলেন, এগুলো তো আমার পছন্দ, আনো খাই। যখন সামনে আনা হয়, তখন তিনি এর অনেক প্রশংসা করেন এবং বলেন, এতগুলো! এরপর হুযূর সেগুলো খান এবং বলেন যে, এগুলো আমার জন্য রেখে দাও, কিছু খেয়েছি, কিছু পরে খাব। তাঁর (আ.) খাওয়ার ব্যাপারে তো পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি কীভাবে অল্প অল্প করে খেতেন এবং দোয়া করতে করতে খেতেন। যাই হোক, তিনি বলেন যে, তাঁর এই ছোট একটি বিষয়ের এত বেশি প্রশংসা করাতে আমার মন এতটা আনন্দিত হয়েছিল যে, আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি ডা. সাহেবকে জানালে তিনিও খুব খুশি হন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে 'সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ' পড়তে থাকেন। ডা. সাহেবও বড়ই নিষ্ঠাবান ছিলেন। (সিরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৫ম ভাগ, ২য় ভাগ, পৃ: ১৯৩–১৯৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, গুরদাসপুরে যখন ভিন–এর মৌলভী করম দীনের পক্ষ থেকেহযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তখন অর্থসংকট ছিল। খরচ বেড়ে গিয়েছিল। সেই সময় আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অধীনে কিছু মানুষকে [চাঁদার] তাহরীক বা আহ্বান করা হয়েছিল, আর যাদের প্রতি এই আহ্বান করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ডা. খলীফা রশীদউদ্দীন সাহেবও একজন ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তার ঘরে যা কিছু ছিল, তিনি সব এক জায়গায় জড়ো করে পাঠিয়ে দেন এবং লিখে দেন যে, ভবিষ্যতেও যা আয় হবে, তা–ও পাঠাতে থাকব। কাজেই, বেতন ও রোগী দেখা থেকে তিনি যা কিছু পেতেন, তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সেবায় পাঠিয়ে দিতেন। এক বন্ধু, যিনি সেই দিনগুলোতে তার মেহমান ছিলেন, বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম, সবকিছু সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, নিজের জন্য তো কিছুই রাখছেন না! তখন তিনি উত্তর দেন যে, হ্যাঁ, এখন সময়টাই এমন। সেই সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যা আমি নিজে পড়েছি। ডা. সাহেব বলেছিলেন যে, এই সময়টাই এমন যে, মসীহ্ মওউদের সেবা করা উচিত। তো যাই হোক, সেই সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–ও তাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি সেই চিঠি নিজে পড়েছি, আর তাতে তিনি (আ.) লিখেছিলেন যে, আপনি কুরবানির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। ডা. খলীফা রশীদউদ্দীনকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখছেন যে, আপনি কুরবানির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, এখন আপনার চাঁদা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এত বেশি কুরবানি করছেন, অথচ তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন–বরং তিনি (আ.) এই উপদেশই দিতেন যে, নিয়মিত চাঁদা প্রদান করো, আর তিনি বলেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তিন মাস চাঁদা দেয় না, সে জামাতে থাকতে পারে না। তো হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই চিঠিটি হয়তো এখনো মরহুম খলীফা সাহেবের ঘরে আছে। কিন্তু তিনি এরপরও চাঁদা দিতেন এবং তাঁর দেওয়া উচিতও ছিল। এমন নয় যে, একটি চিঠি লেখার পর তিনি চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি এরপরও চাঁদা দিতে থাকেন এবং তাঁর দেওয়া (উচিত ছিল)। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, তাঁর দেওয়া উচিত ছিল, কারণ প্রথমে তিনি ফরজ আদায় করতেন এবং পরে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দিতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার ওহীর অধীনে যে পুস্তক রচনা করেছেন, তাতে আমাদেরকে 'ওসীয়ত' থেকে আওতামুক্ত রেখেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, 'আল ওসীয়ত' পুস্তিকা যা তিনি রচনা করেছেন, তাতে আমাদেরকে–অর্থাৎ তাঁর সন্তান–সন্ততিদেরকে–আওতামুক্ত রেখেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমার মনের মাঝে সর্বদা এক ধরনের আক্ষেপ কাজ করত যে, আমাদেরকে কুরবানির একটি সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপর আবার খেয়াল হয় যে, রাসূল করীম (সা.) এত বেশি ইবাদত করতেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। এটি দেখে হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন আপনার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন আপনি এত কষ্ট কেন সহ্য করেন? তখন তিনি (সা.) বলেন: اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا অর্থাৎ, 'আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?' হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এমন মর্যাদায় পৌঁছে আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক হিসেবে না হলেও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করা উচিত। যদি ফরজ না–ও হয়, তবুও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করা উচিত। আমার এই খেয়াল হয় যে, যদিও আমাদেরকে ওসীয়তের চাঁদা থেকে আওতামুক্ত রাখা হয়েছে, কিন্তু কৃতজ্ঞতা তো আদায় করা উচিত। কাজেই, এরপর আমি এমন পদ্ধতি অবলম্বন করি যেন আমার চাঁদা মূসীগণের চাঁদার চেয়ে বেশিই হয়। তারপর আমার মনে পড়ে যে, আমার একটি ইলহামও রয়েছে; হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর ইন্তেকালের অল্প কিছুদিন পর আমার প্রতি ইলহাম হয়েছিল: اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا হে দাউদ–পরিবার! কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কাজ করো।] খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–কে দাউদ আখ্যা দিয়েছেন যে, يَا دَاوٗدُ عَامِلْ بِالنَّاسِ رِفْقًا وَّحُسْنًا অর্থাৎ, হে দাউদ! মানুষের সাথে নম্রতা ও সদাচরণ করো। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা কিছু মানুষের ওপর থেকে কষ্ট লাঘব করে দেন, কিন্তু তাদের দায়িত্ব হলো তারা যেন কৃতজ্ঞতাস্বরূপও আমল করে। হয়তো এই ইলহামটি আমার সেই সংশয় দূর করার জন্যই ছিল। (খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২০–২২১) (তাযকেরা, পৃ: ১০৯ ও ১২০)

অতএব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, তারপর আমি অনেক চাঁদা দিয়েছি। তো এখানে আমি এটিও বলে দিতে চাই যে, একটি প্রশ্ন আমার কাছেও এসেছে।

মানুষ এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, সম্ভবত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর পরিবারের সকল সদস্য বা খলীফাগণের জন্য চাঁদা নেই এবং তাঁরা এর আওতামুক্ত। অতএব স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই ব্যতিক্রম কেবল তাঁর (আ.) পাঁচ সন্তানের জন্য ছিল; পুত্রদের স্ত্রীদের জন্যও নয়, কন্যাদের স্বামীদের জন্যও নয়, আর তাদের সন্তানদের জন্যও নয়। যে–ই ওসীয়তকরবে, তাকে অবশ্যই ও সীয়তের চাঁদা দিতে হবে এবং ঠিক সেভাবেই চাঁদা দিতে হবে ও নিজ সম্পত্তির অংশও দিতে হবে, যেভাবে অন্যান্য মূসী দিয়ে থাকেন। চাঁদা দিতে হবে এবং নিজের সম্পত্তির অংশও দিতে হবে যেভাবে অন্য ওসিয়্যতকারী দিয়ে থাকেন।

আমি এটিও স্পষ্ট করে দিতে চাই, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বেহেশতী মাকবারার জন্য কাদিয়ানের যে জমি দান করেছিলেন, সম্ভবত এটিও তার একটি বড়ো কারণ ছিল এবং আল্লাহ তা'লার দৃষ্টিতে অন্যান্য কারণও থাকবে যার কারণে আল্লাহ তা'লা তাঁর পাঁচ সন্তানকে ওসিয়্যতের চাঁদা আদায় থেকে ব্যতিক্রম আখ্যায়িত করেছেন এবং বেহেশতী মাকবারায় দাফনের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আম্মাজান (রা.)–ও তাঁর সন্তানরাও সকল খাঁতে অনেক আর্থিক ত্যাগস্বীকার করেছেন।

যেমনটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছেন, জামা'তের উদ্দেশ্য পূরণের খাতিরে একজন ওসিয়্যতকারীর চেয়েও তিনি বেশি আর্থিক কুরবানী করেছেন। একইভাবে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর অন্যান্য সন্তানও করেছেন। এটিও

স্পষ্ট থাকা উচিত হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর পর কোনো খলীফা ওসীয়্যত না করার ব্যতিক্রম ছাড় কাজে লাগানোর অধিকার রাখে না বরং সকলেই ওসিয়্যত করেছেন, নিজেদের ওসিয়্যতের চাঁদা পরিশোধ করেন এবং খলীফাদের প্রদানকৃত অন্যান্য তাহরীকেও তারা অংশগ্রহণ করেছেন আর নিজেদের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি করেছেন। কোনো খলীফা কিংবা পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য এতে কোনো বিশেষ ছাড় নেই। এ সুযোগ কেবল ওই পাঁচ সন্তানের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। কিছু স্থান থেকে আমার কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন এসেছিল, তাই আমি বিষয়টি স্পষ্ট করছি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, মুন্সী আব্দুল আযীয সাহেব ওজলাভি আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন: মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে গুরুদাসপুরে দাখিলকৃত ফৌজদারি মামলার শুনানির সময় হুযূর (আ.) খান সাহেব আলী মোহাম্মদ পেনসনার সাহেবের জামে মসজিদসংলগ্ন ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখন আমি এবং সিখওয়াঁ নিবাস মিঞা জামাল উদ্দীন, ইমাম উদ্দীন ও খায়র উদ্দীনরসাহেবান হুযূরের সাথে ছিলাম। বাকি বন্ধুরা অন্য জায়গায় অবস্থান করছিলেন। একদিন হুযূরের পেট খারাপ হলো।রসাধারণত অন্ত্রের ব্যথায় হুযূরের কষ্ট হতো। তিনি (আ.) বারবার শৌচাগারে যাচ্ছিলেন। হুযূর আমাদের ঘুমাতে বলেন যে আমি উঠলে তোমরা সবাই বারবার উঠো না। হুযূর যখনই প্রয়োজনের জন্য উঠতেন, আমি তখনই উঠে পানির পাত্র নিয়ে হুযূরের সাথে যেতাম। সারা রাত এভাবেই চলতে থাকে। প্রতিবার হুযূর এটিই বলতেন, তুমি ঘুমাও। সকালের দিকে হুযূর মজলিসে বসে উল্লেখ করলেন, মসীহর হাওয়ারী বা শিষ্য এবং আমার বন্ধুদের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একবার মসীহ কষ্টের মুখোমুখি হলে তিনি তাঁর হাওয়ারীদের ডেকে বলেন তোমরা জাগ আর দোয়া করো, কিন্তু তারা বারবার ঘুমিয়ে পড়ে। আর বারবার জাগিয়ে দিতেন, কিন্তু তারা ঘুমিয়ে যেত। পক্ষান্তরে আমার বন্ধুদের অবস্থা দেখ, আমি আমাদের বন্ধুদের বারবার তাগিদ করি, তোমরা ঘুমাও; তবুও তারা জেগে থাকে।

তারপর আমার নাম নিয়ে বললেন, আমি জানি না মিঞা আব্দুল আযীয সারা রাত ঘুমিয়েছেন কি না। আমি ওঠার সাথে সাথে তিনি তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বারবার ঘুমানোর নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ওঠে দাড়িয়ে যেতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব মন্তব্য করেছেন, হযরত মসীহ নাসেরী (আ.)-এর এই উক্তি সত্য এবং অবশ্যই সত্য যে, গাছ তার ফল দেখেই চেনা যায়। প্রত্যেক বিদ্বেষীকে মানতে হবে, যে সুমিষ্ট ফল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সান্নিধ্য তৈরি করেছে, তা হযরত মসীহ নাসেরীর সান্নিধ্য কখনো তৈরি করতে পারে নি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক প্রভাব এমন লাখো মানুষের এক জামা'ত তৈরি করেছে, যারা তাঁর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করাকে সকল গৌরবের চেয়ে বড়ো গৌরব মনে করত এবং এখনো করে। তাঁর সামান্যতম কষ্টের জন্যও নিজেদের সমস্ত আরাম-আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে তারা প্রস্তুত ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু হযরত মসীহ নাসেরী তাঁর বারোজনের ক্ষুদ্র জামা'তকেও সামলে রাখতে পারেন নি। তাদেরই একজন ত্রিশ টাকার বিনিময়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং সরকারকে গোপনে জানিয়ে দেয়।

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৩৯-৬৪০)

হযরত এনায়েতুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন, আমি যখন প্রথমবার কাদিয়ানে এসেছিলাম, তখন সঙ্গে এক আতরের একটি শিশি সাথে নিয়ে এসেছিলাম। আমি পায়ে হেঁটে সফর করেছিলাম। রাতে বাটালায় অবস্থান করি। সেখানে যখন আতরের শিশিটি দেখলাম, তখন দেখি এক ফোঁটা ছাড়া বাকি সব আতর পড়ে গেছে। এতে আমার খুবই দুঃখ হয়। সন্ধ্যা অর্থাৎ মাগরিবের নামাযের সময় হুযূর মসজিদে মুবারকের ছাদে আসলেন তখন আমি হুযূরের সঙ্গে করমর্দন করলাম। হুযূরের পা টেপার সময় আমি নিবেদন করলাম, হুযূর আমি এক শিশি আতর নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আসার সময় রাস্তায় তা পড়ে গেছে। এরপর সেই এক ফোঁটা আতরসহ শিশিটি হুযূরের খেদমতে পেশ করলাম। হুযূর বললেন, তুমি পুরো শিশির পুণ্য পেয়ে গেছ। এরপর হুযূর, জাযাকাল্লাহ বললেন। (আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩১)

হযরত মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব বর্ণনা করেন, তখন আমার বয়স প্রায় কুড়ি বছর। গুরদাসপুরে জেহলম জেলা নিবাসী করমদ্বীনের দায়ের করা মামলার রায় ঘোষিত হওয়ার কথা ছিল- বর্তমানে এটি চকোয়াল জেলায় অবস্থিত। রায় ঘোষণার এক দিন আগে আমি নিজ গ্রাম থেকে সেখানে পৌঁছেছিলাম। সেখানকার একটি বাংলোতে হুযূর (আ.)-ও অবস্থান করছিলেন। তখন গ্রীস্মকাল ছিল, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি কক্ষে বসেছিলেন। সেখানে আমার পিতা মিয়াঁ জামালুদ্দীন সাহেব, মিয়াঁ ইমামুদ্দীন সিখওয়ানী সাহেব এবং চৌধুরী আবদুল আযীয সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। আমি গিয়ে হুযূরকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে শুরু করলাম। হুযূর আমার দিকে তাকালেন এবং আমার পিতা মিয়াঁ জামালুদ্দীন সাহেবের দিকে ইশারা করে মুচকি হেসে বললেন, মিয়া ইসমাঈলও এসে সওয়াবের ভাগ নিয়ে নিল। তিনি বলেন, এই সামান্য ও অতি সাধারণ সেবাতেও হুযূরের আনন্দিত হবার বিষয়টিআজও যখন আমার মনে পড়ে, তখন আমার অন্তরে এক বিশেষ আনন্দের ঢেউ খেলে যায়।"

(আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৯)

হযরত মিয়াঁ সদর উদ্দীন সাহেব বর্ণনা করেন, হুযূরের শরীরে একটি উলের চাদর থাকত, যা কাঁধের ওপর রেখে তিনি বাইরে বের হতেন। চৌধুরী ভোলে আমাকে বলেন, একবার আমি হযরত আকদাস (আ.)-এর সঙ্গেবাটালায় গিয়েছিলাম। তাঁর কাছে একটি ঘোড়া ছিল। কিছুক্ষণ তিনি নিজে ঘোড়ায় বসেন এরপর আমাকে ঘোড়ায় আরোহণ করান। অর্থাৎ প্রথমে তিনি (আ.) নিজে চড়েন এরপর তাঁকে অর্থাৎ চৌধুরী ভোলেকে ঘোড়ায় চড়ান। এরপর কিছু সময় ঘোড়াটিকে খালি নিয়ে চলেন, যেন ঘোড়াটিও কিছুটা বিশ্রাম পায়। অনুরূপভাবে, আহমদীয়া মাদ্রাসায় নিযুক্ত চেরাগ চাপরাসির বাবা আমাকে বলেছিলেন, একবার হুযূর (আ.) তাকে সাথে নিয়ে 'ফজ্যে কাশ্মীরি' নামের কূপের কাছে গিয়েছিলেন সেখানে গোসল করার উদ্দেশ্যে। পথে হুযূর আমাকে এক পয়সা দিয়ে বললেন, রেউড়ি বা মোয়া নিয়ে এসো। ঘটনার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করছেন। কিন্তু এখানে মূল বিষয়টি হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশসংক্রান্ত। তিনি বলেন, তিনি (আ.) আমাকে একটি পয়সা দিয়ে রেউড়ি আনতে বললেন। আমি যখন রেউড়ি নিয়ে এলাম, তখন তিনি সেগুলো দুই ভাগ করে এক ভাগ আমাকে দিতে লাগলেন, আমি নিতে অস্বীকার করলাম। হুযূর বললেন, আমি একা এগুলো কীভাবে খাবো? টাকা আমার, আমি এগুলো আনিয়েছি; আর পরিশ্রম তোমার- তুমি এগুলো নিয়ে এসেছ, তুমি পরিশ্রম করেছ। এরপর হুযূর রেউড়ির অর্ধেক আমাকে দিয়ে দিলেন।"

(আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৯৩)

এটিও অন্যের কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। ছোটো-বড়ো যে-ই তাঁর জন্য কোনো কাজ করত, তিনি (আ.) তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন যার অনেকগুলো উদাহরণও আমি দিয়েছি।

হযরত শের মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন যে, করম দীনের মামলায় যখন হুযূর শুনানির তারিখে জেহলমে গিয়েছিলেন, তখন বাটালায় আমার বন্ধুরা চায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আমাদের আমন্ত্রণ জানান।মৌলবি আবদুল লতীফ সাহেব শহীদ (রা.) সহ আমরা সকল বন্ধু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাথে ছিলাম। তখন হযরত সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, চায়ের দাওয়াত কে দিয়েছেন? তাঁর বন্ধুরা চায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হুযূর এরা আপনার সেবক। এরা সেসব লোক ছিল যারা ইংরেজ মহিলাদের অর্থাৎ কর্মকর্তাদের স্ত্রীদের গৃহস্থালি খানসামা ছিল, যারা রান্না করত। এই খানসামারা যারা হযরত মসীহকে 'আল্লাহর পুত্র' বলে প্রচার করে বেড়ায়। এই সেবকরা যারা বর্তমানে এখানে আছেন, এরা সেসব লোক- যারা তাদের সেবা করেন কিংবা সেসব লোকের কর্মচারী যারা মসীহ নাসেরীকে 'আল্লাহর পুত্র' বলে থাকে। যাহোক, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একথা শুনলেন এবং তিনি (আ.) আনন্দ প্রকাশ করলেন,এরপর তাদের ধন্যবাদ জানান। যে-সব লোক চায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তারা খ্রিষ্টান ছিলেন, অমুসলিম ছিলেন বা যে-সব বন্ধুই ছিলেন- তিনি কেবল সরাসরি তাঁদের ধন্যবাদই জ্ঞাপন করেন নি, বরং পরে পত্রিকায় এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মূলক এলানও ছাপিয়ে দেন যে তারা সেখানে আমার সেবাযত্ন করেছেন। তিনি তাদের এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন- তিনি শুধু মুখে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্ষান্ত হন নি, বরং প্রকাশ্যে ধন্যবাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন। (আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৬)

আল্লাহ তা'লা আমাদেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উচ্চ মান অর্জন করার তৌফিক দান করুন। [সৌজন্যে: আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬]

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৬ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

নবুয়তের সূচনা

সূর্যোদয়

পূর্ব দিগন্তে ভোরের শুভ্রতা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বিশ্ব-আলোকময় সূর্য উদিত হওয়ার উপক্রম করছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ম অনুযায়ী হেরা গুহায় গমন করতেন এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। সৎ স্বপ্নের সূচনাও হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয় মাস অতিবাহিত করেন।

এখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স চল্লিশ বছর ছিল এবং তাঁর প্রকৃতি নবুওয়ত ও রিসালতের পরিপক্বতায় পৌঁছে গিয়েছিল। পবিত্র রমযান মাস ছিল এবং তার শেষ দশকের দিনগুলো চলছিল, আর দিনটি ছিল সোমবার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি হেরা গুহায় আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর সামনে এক অপরিচিত সত্তা আবির্ভূত হলেন। সেই ঐশী দূত, যিনি আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাঈল ছিলেন, তাঁর উদ্দেশে বললেন, ইকরা-"পড়ো-অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ করো অথবা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মা আনা বি-কারিইন'-"আমি পড়তে পারি না।" অর্থাৎ আমি এই কাজ করতে পারি না।[পাদটীকা:] ফেরেশতা এই উত্তর শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরে নিজের বক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে চাপ দিলেন এবং পরে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ইকরা-"পড়ো।" কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আবারও সেই একই উত্তর এল। ফেরেশতা পুনরায় তাঁকে ধরে জোরে চাপ দিলেন এবং পরে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ইকরা-"পড়ো।" কিন্তু এবারও তাঁর পক্ষ থেকে সেই একই দ্বিধা প্রকাশ পেল। এরপর সেই ঐশী দূত তৃতীয়বার তাঁকে ধরে অত্যন্ত জোরে চাপ দিলেন। যেন নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই আলিঙ্গনের মাধ্যমে তাঁর হৃদয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করছিলেন। এরপর যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে এখন তাঁর প্রকৃতি এই বার্তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে, তখন তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন:

"পড়ো, অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ করো অথবা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও তোমার প্রতিপালকের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে এক রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, পড়ো। তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। যিনি কলমের মাধ্যমে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।"

এই কথা বলে ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা ছিল প্রবল ভয় ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ এবং তাঁর হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ জানেন, এ কী ব্যাপার এবং কী ঘটতে চলেছে। এই অবস্থায় তিনি দ্রুত হেরা গুহা থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে ফিরে এলেন এবং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, "আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও।"

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর প্রিয় স্বামীর এই অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং দ্রুত তাঁকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। যখন কিছুটা প্রশান্তি এল এবং উদ্বেগ কিছুটা কমে গেল, তখন তিনি হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনিয়ে বললেন, "আমি নিজের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছি।"

কিন্তু হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, যিনি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন, বললেন:

"না, না, এমন কখনোই হতে পারে না; বরং আপনি আনন্দিত হোন। আল্লাহর কসম, আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, মানুষের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের সাহায্য করেন, অতিথি আপ্যায়ন করেন এবং সত্যের কাজে মানুষের সহায়তা করেন।"

এরপর হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি শিরক পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী হয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী নবীদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান রাখতেন। তখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন; এমনকি তাঁর চোখের দৃষ্টিও চলে গিয়েছিল।

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ভাই, আপনার এই ভাতিজার কথা একটু শুনুন।"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কী ব্যাপার?

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। ওয়ারাকা যখন সমস্ত বিষয় শুনলেন, তখন বললেন, "এ তো সেই ফেরেশতা, যিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে ওহি নিয়ে আসতেন। হায়! যদি আমার শক্তি থাকত। হায়! যদি আমি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে তোমার দেশ থেকে বের করে দেবে।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তবে কি তারা আমাকে বের করে দেবে?

ওয়ারাকা বল লেন, "হ্যাঁ। এমন কোনো রাসূল আসেননি, যার সঙ্গে তাঁর জাতি শত্রুতা করেনি। আর যদি আমি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব।"

কিন্তু ওয়ারাকার সেই দিন দেখার সুযোগ হয়নি, কারণ অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল।

ওহি অবতরণের বিরতি

এরপর ওহি অবতরণের ধারাটি থেমে গেল। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বর্ণনা অনুযায়ী, এই বিরতি চল্লিশ দিন স্থায়ী হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়কালকে 'ফাতরাত'-এর সময় বলা হয়। যেন রিসালতের সূর্যের আলো একবার দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁর তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল, তারপর মেঘ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনগুলো অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতার মধ্যে অতিবাহিত করেন। দিন-রাত ওঠা-বসা সর্বদা এই চিন্তাই থাকত যে, আল্লাহ জানেন, এটি কী ঘটনা এবং কী ঘটতে চলেছে; এই অপরিচিত অদৃশ্য দূতের আগমনের অর্থই বা কী এবং এই বার্তা ও সম্ভাষণ কি আল্লাহর পক্ষ থেকে, নাকি এটি তাঁর নিজের সত্তারই কোনো গোপন প্রতিচ্ছবি? এই প্রশ্নগুলো তাঁকে অত্যন্ত অস্থির করে রেখেছিল। এমনকি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই দিনগুলোতে তাঁর এত বেশি উৎকণ্ঠা হতো যে, কয়েকবার তিনি কোনো পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখান থেকে নিজেকে নিক্ষেপ করে জীবন শেষ করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু এমন প্রত্যেক সময় ঐশী ফেরেশতা তাঁকে আহ্বান করে বলতেন, "দেখুন, হে মুহাম্মদ, এমন করবেন না। আপনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল।" এই আওয়াজ শুনে তিনি থেমে যেতেন। কিন্তু পুনরায় যখন অস্থিরতা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হতো, তখন তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে আবার নিজের জীবন শেষ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন।

এটিও হতে পারে যে, উপরে উল্লিখিত হাদিসের শব্দগুলোর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় এবং উচ্চ স্থান থেকে নিজেকে নিক্ষেপ করে জীবন শেষ করার অর্থ ছিল এই যে, যেহেতু তাঁর আশঙ্কা ছিল-এই অদৃশ্য ফেরেশতার আবির্ভাব তাঁর নিজের সত্তারই কোনো প্রতিচ্ছবি নয় তো, অথবা এই সমগ্র দৃশ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পক্ষারূপে ঘটছে কি না, তাই তিনি সংকল্প করেছিলেন যে, নিজের সত্তাকে আরও অবনত ও নত করে এবং সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে যেন আল্লাহর পথে তাকে একেবারে নিঃশেষ করে দেবেন। এই অর্থে পাহাড় থেকে নিজেকে নিক্ষেপ করার কথাগুলো রূপক অর্থে বোঝা হবে।

যাই হোক, অর্থ যা-ই হোক না কেন, তাঁর জন্য এই দিনগুলো ছিল গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের দিন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবস্থাতেই একদিন তিনি হেরা গুহা থেকে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। হঠাৎ একটি আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনো ব্যক্তি তাঁকে সম্বোধন করছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে-পেছনে, ডানে-বাঁয়ে সবদিকে তাকালেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। অবশেষে তিনি ওপরের দিকে দৃষ্টি তুললেন। তখন তিনি কী দেখতে পেলেন? আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এক বিশাল আসনের ওপর সেই একই ফেরেশতা বসে আছেন, যাঁকে তিনি হেরা গুহায় দেখেছিলেন।

এই দৃশ্য দেখে তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং দ্রুত বাড়িতে ফিরে এলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, "আমাকে কোনো কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে কোনো কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও!" খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা দ্রুত তাঁকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং তিনি শুয়ে পড়লেন। তিনি শোয়ামাত্র তাঁর কানে এক গম্ভীর ও মহিমাময় আওয়াজ পৌঁছাল:

"হে চাদরে আবৃত ব্যক্তি! উঠে দাঁড়াও এবং মানুষকে আল্লাহর নামে জাগ্রত করো। ওঠো এবং তোমার প্রতিপালকের মহিমার গান গাও, নিজের সত্তাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করো এবং সব ধরনের শিরক থেকে বিরত থাকো।"

এরপর ওহি অবতরণের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকল।

পাদটিকা: এটি ঠিক সেই উত্তরই ছিল, যা হজরত মূসা (আ.) দিয়েছিলেন-তিনি বলেছিলেন যে, আমি নবুয়তের যোগ্য নই; এই কাজ অন্য কারও ওপর অর্পণ করা হোক। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে বেশি কে জানেন যে, রিসালাতের যোগ্য কে?

সীরাতুল মাহদী

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

(১০১) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব সনৌরি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি যখন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার কাদিয়ানে এসেছিলাম, তখন আমার বয়স সতেরো-আঠারো বছর ছিল। আমার একটি বিবাহ হয়ে গিয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিবাহের কথাও মনে ছিল, যার সম্পর্কে আমি কয়েকটি স্বপ্নও দেখেছিলাম। একদিন হযরত সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম যে, আমি এমন এমন স্বপ্ন দেখেছি। হযরত সাহেব বললেন, এগুলো তোমার দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে। এরপর বললেন, আমারও দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে ইলহাম হয়েছে। দেখা যাক, তোমার বিবাহ আগে হয়, নাকি আমাদের। আমি আদবের সঙ্গে বললাম, হুজুরেরই আগে হবে।

এরপর আমার এক আত্মীয়ের মামা মুহাম্মদ ইসমাইলের মেয়ের সঙ্গে বিবাহের ইচ্ছা হলো। তাই কাদিয়ানে এসে হযরত সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। এর আগে ইসমাইলও একবার আমার সঙ্গে কাদিয়ানে এসেছিল। হুজুর আমাকে বললেন, ইসমাইল যখন এখানে এসেছিল, তখন তুমি কেন আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করোনি? আমরা তখনই তাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতাম।

এরপর তিনি আমার মামা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব মরহুমকে-যিনি হযরত সাহেবের একজন বড় ভক্ত ছিলেন এবং যাঁর মাধ্যমে আমি হযরত সাহেবের দিকে পরিচালিত হয়েছিলাম-একটি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠির মধ্যে ইসমাইলের নামেও একটি চিঠি দিয়ে লিখলেন যে, ইসমাইলের নামে লেখা চিঠিটি তার কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে। এছাড়া হুজুর আমার পিতা, পিতামহ এবং শ্বশুরের নামেও চিঠি লিখে পাঠালেন। এই সব চিঠিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সেগুলোর ওপর 'আলায়সাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু' লেখা মোহর লাগিয়ে দিলেন। আমার পিতা, পিতামহ ও শ্বশুরের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে লিখলেন যে, মিয়াঁ আবদুল্লাহ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিবাহ করতে চান; তাঁরা যেন তাকে বাধা না দেন এবং এতে সম্মত থাকেন।

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব বলেন, হযরত সাহেব এভাবে লিখেছিলেন এ কারণে যে, আমি হুজুরকে বলেছিলাম, আমি আমার পিতা ও পিতামহের সঙ্গে এ বিষয়টি খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিনি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তাঁরা হয়তো এতে বাধা দেবেন। কারণ সে সময় দ্বিতীয় বিবাহকে খারাপ মনে করা হতো।

হযরত সাহেব একদিকে এই চিঠিগুলো লিখলেন এবং অন্যদিকে আমার জন্য দোয়া শুরু করলেন। তখনও আমার মামা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের উত্তর আসেনি এবং হযরত সাহেব আমার অনুরোধে এ বিষয়ে দোয়ায় মশগুল ছিলেন। এমন সময় দোয়া করতে করতেই হযরত সাহেবের কাছে ইলহাম হলো, "ব্যর্থতা।" এরপর আবার দোয়া করলে ইলহাম হলো, "কত আকাঙ্ক্ষা, যা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।" এরপর আরও একটি ইলহাম হলো, "অতএব, সুন্দর ধৈর্য।"

হযরত সাহেব আমাকে এই ইলহামগুলো জানিয়ে দিলেন। সে সময় মীর আব্বাস আলীও এখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত সাহেব তাঁকে এই ইলহামগুলোর কথা বলতে গিয়ে বললেন, "মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আমাদের কী ধরনের সম্পর্ক, তা বুঝতে পারছি না; আমি এদিকে দোয়া করছি আর ওদিকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উত্তর এসে যাচ্ছে।"

কয়েক দিন পর মিয়াঁ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের উত্তর এল যে, মিয়াঁ আবদুল্লাহর পিতা, পিতামহ ও শ্বশুর সম্মত হয়েছেন, কিন্তু ইসমাইল অস্বীকার করছে। এ কথা শুনে হযরত বললেন, "এখন আমরা ইসমাইলকে নিজেরাই বলব।"

আমি বললাম, "হুজুর, এদিকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ব্যর্থতার ইলহাম হয়েছে, আর ওদিকে ইসমাইলও অস্বীকার করছে। এখন এই ব্যাপারে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা কীভাবে হতে পারে?

তিনি বললেন, "না। কুরআন শরিফে আছে, 'কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফি শান'-অর্থাৎ প্রত্যেক দিন আল্লাহ তাআলা নতুন এক অবস্থায় থাকেন। সুতরাং চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। সম্ভবত আল্লাহ তাআলার ইলহামগুলোর উদ্দেশ্য হলো, যে পদ্ধতিতে চেষ্টা করা হয়েছে তাতে ব্যর্থতা রয়েছে এবং অন্য কোনো পদ্ধতিতে সাফল্য নির্ধারিত রয়েছে।"

এরপরও আমার মনে তার কথাই ছিল এবং আমি হুজুরের কাছে তার জন্য দোয়া করাতে থাকলাম। সে সময় ইসমাইল সরহিন্দের কাছে পাটোয়ারি ছিল এবং সরহিন্দে হাশমত আলী খান সাহেব তহসিলদার ছিলেন। তিনি ডাক্তার আবদুল হাকিম খানের নিকটাত্মীয় ছিলেন। তিনি হযরত সাহেবের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, কোনো এক সময় হুজুর সরহিন্দে যাবেন।

অতএব, যখন হযরত সাহেব আম্বালার দিকে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন, তখন আমাকে বললেন, "হাশমত আলী খান সাহেবকে লিখে দাও যে, আমরা আম্বালা যাওয়ার পথে সরহিন্দে আসব।" হযরত সাহেব আমাকে আরও বললেন যে, সরহিন্দে মুজাদ্দিদ সাহেবের সমাধিতেও যাবেন এবং ইসমাইলের সঙ্গে তোমার ব্যাপারে কথা বলার সুযোগও হবে।

অতএব, তিনি সেখানে গেলেন এবং তহসিলে হাশমত আলী খান সাহেবের কাছে অবস্থান করলেন। রাতে নামাজ ও খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে হুজুর একটি খাটে শুয়ে পড়লেন এবং হাশমত আলী খান সাহেবকে বললেন, "তহসিলদার সাহেব, এখন আপনি বিশ্রাম করুন। আমাদের মিয়াঁ ইসমাইলের সঙ্গে কিছু একান্তে কথা বলতে হবে।" তখন তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা উঠে গেলেন এবং আমিও উঠে এলাম।

সে সময় ইসমাইল হযরত সাহেবের পা টিপছিল। এরপর হযরত সাহেব ইসমাইলকে আমার ব্যাপারে বললেন। কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং বিভিন্ন অজুহাত দেখাল। সে বলল, দুই স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়ে থাকে। আরও বলল, আবদুল্লাহর বেতন খুবই অল্প-সংসার কীভাবে চলবে? তাছাড়া মিয়াঁ আবদুল্লাহর শ্বশুর আমার নিকটাত্মীয়; এতে তাঁর কষ্ট হবে ইত্যাদি।

হযরত সাহেব বললেন, "এই সব বিষয়ের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।" কিন্তু এরপরও সে রাজি হলো না এবং বলল, "আমার স্ত্রী রাজি হবে না।"

হযরত সাহেব বলতেন, "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ তার সামনে পেশ করেছি এবং নিজের পক্ষ থেকেও বলেছি, কিন্তু সে অস্বীকার করেছে। যেন তার আল্লাহ, তার রাসূল এবং তার পীর-সবই তার স্ত্রী; কারণ সে বলছিল, 'সে যা বলবে, আমি তাই করব।'

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব বলেন, হযরত সাহেব বলতেন, "আমি ইসমাইলের সঙ্গে কথা শুরু করার আগেই আমার কাশফ হয়েছিল যে, সে আমার বাঁ হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়েছে। আর আমি কাশফে দেখেছিলাম যে, তার তর্জনী কাটা।" এ থেকে আমি বুঝেছিলাম যে, এই বিষয়ে সে আমাকে অত্যন্ত নোংরা ধরনের উত্তর দেবে।

হযরত সাহেব বলতেন, "তার উত্তর শুনে তার প্রতি আমার এমন ঘৃণা সৃষ্টি হলো যে, আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, সে যেন এখনই উঠে যায় এবং জীবনে আর কখনো আমার সামনে না আসে।"

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব বলেন, এরপর ইসমাইল তার মেয়ের অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দিল। এতে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। আমার এই অবস্থার কথা আমার পিতা চিঠির মাধ্যমে হযরত সাহেবকে জানালে তিনি আমাকে চিঠি লিখে বললেন, "কিছুদিনের জন্য মন পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এখানে আমার কাছে চলে এসো।"

কিন্তু ওই বিবাহের পর ইসমাইলের ওপর বড় বিপদ নেমে এল। তার দুই যুবক পুত্র এবং তার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করল। এরপর যখন আমার দ্বিতীয় বিবাহ মাস্টার কাদির বখশ সাহেবের বোনের সঙ্গে হলো, তখন ইসমাইল অত্যন্ত অনুতপ্ত হলো এবং আমাকে বলল, "হযরতের কাছ থেকে আমার জন্য ক্ষমা নিয়ে দাও।"

আমি হযরত সাহেবকে লিখলে হুজুর তার বায়আত গ্রহণ করলেন। কিন্তু এর পরেও ইসমাইলের হযরত সাহেবের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হয়নি।

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব বলেন, আমার সম্পর্কে হযরত সাহেব তাঁর নিদর্শনসমূহের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন যে, আমাকে দেখানো হয়েছিল যে, মিয়াঁ আবদুল্লাহ একটি বিষয়ে ব্যর্থ হবেন। সেটি এই ঘটনারই প্রতি ইঙ্গিত।

আমি বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে, হুজুর তাঁর গ্রন্থ 'হাকিকাতুল ওহি'-এর ৫৫ নম্বর নিদর্শনে মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেবের এই ব্যর্থতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন, যখন আমার মামা ইসমাইলের মেয়ের অন্যত্র বিবাহ হয়ে গেল, তখন আমি অন্য একটি স্থানে বিবাহের প্রস্তাব করলাম। সব বিষয়ের মীমাংসা করে হযরত সাহেবকে চিঠি লিখলাম যে, আমি একটি স্থানে বিবাহের প্রস্তাব স্থির করেছি, সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং বিবাহের তারিখও নির্ধারিত হয়েছে। এখন হুজুরের কাছ থেকে বরকতের উদ্দেশ্যে পরামর্শ চাইছি।

হযরত সাহেব উত্তর দিলেন, "এই ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করা উচিত।" এবং বিশেষভাবে বললেন, "অবশ্যই প্রথমে মেয়েটিকে দেখে নেবে।"

চিঠি শেষ করার পর আবার লিখলেন, "আমার এই কথাটি ভালোভাবে মনে রেখো।"

অতএব, হুজুরের নির্দেশ অনুযায়ী মেয়েটিকে দেখার জন্য আমি তার গ্রামে গেলাম। কিন্তু তাকে দেখামাত্রই আমার মনে এত প্রবল অনাগ্রহ সৃষ্টি হলো

শেষাংশ ১২ পাতায়....

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর (২০২৩)



আমেরিকা জামাতে আহমদিয়ার জাতীয় আমেলার হুযূর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনসরিহিল আযীয-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, জরিপ অনুযায়ী ৫৩ শতাংশ সদস্য খুতবা শোনেন। এখন সকল নামাজ কেন্দ্র ও মসজিদে শুক্রবার হুযূর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলার জুমার খুতবার সারাংশ শোনানো হয়। এরপর সম্পূর্ণ খুতবাও তরবিয়ত টিমের কাছে পাঠানো হয়। যত বেশি সম্ভব সদস্য যেন জুমার খুতবা শোনেন, সে চেষ্টা করা হয়।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য আপনারা কী পরিকল্পনা করেছেন? এর উত্তরে তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, সর্বপ্রথম আমরা স্থানীয় তরবিয়ত সচিবদের জামাতের সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করাতে চাই।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি আপনাদের সচিবদের কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট?

এর উত্তরে তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, তিনি সন্তুষ্ট নন। এর পর হুযূর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বলেন, আপনাকে নিজেই আপনার সচিবদের সক্রিয় করতে হবে। হ্যাঁ, যদি তাঁরা সহযোগিতা না করেন এবং ধারাবাহিকভাবে অলসতা প্রদর্শন করেন, তাহলে কেন্দ্রকে জানান এবং তাঁদের পরিবর্তন করুন। তাঁদের স্থানে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে আসুন যারা পরিশ্রমী।

এরপর তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, এর পাশাপাশি আমাদের পরিকল্পনা হলো বছরে কমপক্ষে ৩০টি জামাত পরিদর্শন করা। এরপর বছরে একটি রিফ্রেশার কোর্সও রাখা হবে।

জেনারেল সেক্রেটারি বিভাগ

এরপর জেনারেল সেক্রেটারি সাহেব হুযূর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে নিবেদন করেন যে, ৫৮টি জামাত রয়েছে যারা তাদের রিপোর্ট পাঠায়। হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি নিয়মিতভাবে এসব রিপোর্টের ওপর মন্তব্য করেন অথবা নিজেদের মতামত পাঠান? এর উত্তরে জেনারেল সেক্রেটারি সাহেব নিবেদন করেন যে, এ বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনারা যদি জামাতগুলোর কার্যক্রমের ওপর প্রতিক্রিয়া বা মন্তব্য না করেন, তাহলে জামাতগুলোও অলসতা প্রদর্শন করবে।

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে জেনারেল সেক্রেটারি সাহেব নিবেদন করেন যে, তিনি মাসিক রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠান না। এর পর হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনি জেনারেল সেক্রেটারি। আপনার নিজের মাসিক রিপোর্টও নিয়মিতভাবে কেন্দ্রে পাঠানো উচিত।

কৃষি বিভাগ

পরবর্তীতে কৃষি সচিব নিজের পরিচয় প্রদান করেন। হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনাদের জামাতের জমিতে কৃষিকাজ শুরু করা উচিত।

শিক্ষা বিভাগ

এরপর জাতীয় শিক্ষা সচিব হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে নিবেদন করেন যে, বর্তমানে তাঁদের কাছে ছাত্রদের কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই। তাঁরা এই তথ্য সংগ্রহ করা শুরু করবেন।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আমার মনে হয় আপনি একা এই কাজ করতে পারবেন না। আপনাকে ছাত্রদের নিয়ে একটি দল গঠন করতে হবে অথবা যারা শিক্ষা ক্ষেত্রে রয়েছেন, তাঁদের দলে রাখতে হবে।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, ছাত্রদের কাউন্সেলিং বা তাদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য আপনারা কি কোনো কমিটি গঠন করেছেন?

শিক্ষা সচিব নিবেদন করেন যে, হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্য প্রতিবছর একটি যুব ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এ সময় ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এটি জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় একশত ছাত্র অংশগ্রহণ করে।

হুযূর আনওয়ার বলেন, মানুষ খুঁজে একটি দল তৈরি করুন যারা আপনাকে সাহায্য করবে।

রিশতা নাতা বিভাগ

এরপর রিশতা নাতা সচিব হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে নিবেদন করেন যে, বছরে ১৭টি বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে সচিব সাহেব নিবেদন করেন যে, যাদের বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তাঁদের বিবাহের আগে কাউন্সেলিং করা হয় এবং এরপর বিবাহের ছয় মাস পরও একটি জরিপ ফরম পাঠানো হয়, যার মাধ্যমে তাঁদের মতামত নেওয়া হয়।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, লাজনা ও খুদ্দামের কোনো যৌথ কাউন্সেলিং সেশনও কি করা হয়? এর উত্তরে রিশতা নাতা সচিব নিবেদন করেন যে, আমরা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে খুদ্দাম ও লাজনার সঙ্গে সেশন আয়োজন করি।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনারা যে প্রচলিত নির্দেশিকাগুলো অনুসরণ করছেন, শুধু সেগুলো অনুসরণ করাই জরুরি নয়। আপনারা নিজেদের পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে পারেন।

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে রিশতা নাতা সচিব নিবেদন করেন যে, তাঁদের ডেটাবেসে মোট ৫৭৩ জন ছেলে ও মেয়ের তথ্য রয়েছে। এর মধ্যে ২২৭ জন ছেলে এবং ৩৪৬ জন মেয়ে।

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে রিশতা নাতা সচিব নিবেদন করেন যে, ছেলেদের মধ্যে ৭০ শতাংশের বয়স ৪০ বছরের কম। তাঁদের ডেটাবেসে ২০ শতাংশ এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে।

বৈদেশিক বিষয়াদি বিভাগ

এরপর বৈদেশিক বিষয়াদি সচিব হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে নিবেদন করেন যে, গত বছর বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ৫৯৬টি সাক্ষাৎ হয়েছে।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি এমন এলাকায়ও যান যেখানে আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত নেই? এর উত্তরে বৈদেশিক বিষয়াদি সচিব নিবেদন করেন যে, বছরে এমন বিভিন্ন এলাকার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ওয়াশিংটন ডিসিতে সাক্ষাৎ হয়েছে।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনারা ওয়াকিফিনে নও-এর মধ্য থেকেও তরুণদের নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ দিন, যারা আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা জনসংযোগ বিষয়ে পাশাপাশি পড়াশোনা করবে।

নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত বিভাগ

পরবর্তীতে নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত সচিব হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে নিবেদন করেন যে, তিনি জন্মগতভাবে আহমদি।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনাদের স্থানীয় সচিবদের মধ্যে কতজন সক্রিয়? এর উত্তরে নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, খুব কম সংখ্যক সচিব সক্রিয়। বর্তমানে মাত্র সাতজন সচিব সাড়া দিচ্ছেন।

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসায় তিনি নিবেদন করেন যে, গত তিন বছরের মোট ২২৯ জন নওমুবাইয়িন রয়েছেন এবং তাঁর শাখার পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ হয়নি, কারণ তিনি এ বছর এই শাখার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। গত মেয়াদে রহিম লতিফ সাহেব নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত সচিব ছিলেন।

এর পর হুযূর আনওয়ার বলেন, যিনি আগে নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত সচিব ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই কোনো ফাইল ইত্যাদি প্রস্তুত করে থাকবেন। আপনারা সেই ফাইলগুলো পড়ুন। একইভাবে স্থানীয় নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করুন, তাঁদের দিকনির্দেশনা দিন এবং তাঁদের নিয়মিত লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিন, যেন তাঁরা প্রত্যেক নওমুবাইয়ের কাছে পৌঁছাতে পারেন। অন্যথায় আপনি যদি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখেন, তাহলে তাঁরা পিছিয়ে পড়বেন।

ওয়াকফে জাদীদ বিভাগ

এরপর ওয়াকফে জাদীদ সচিব নিজের পরিচয় প্রদান করেন। হুযূর আনওয়ার বলেন, এর বিষয়টিও তাহরীকে জাদীদের মতোই। প্রায় ১.২ মিলিয়ন অর্থ মজলিস আনসারুল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে, অথচ মোট সংগৃহীত অর্থ ছিল ২.২ মিলিয়ন। অবশিষ্ট এক মিলিয়ন লাজনা ও খুদ্দামের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনাদের কাছে এমনিতেই অনেক পরিকল্পনা থাকে। নিজেদের শাখার জন্যও কোনো পরিকল্পনা করুন। নিজেদের শাখার প্রতি মনোযোগ দিন। নিশ্চিত করুন যে প্রত্যেক আহমদি এই আন্দোলনের অংশ হয়। সদর লাজনা ও সদর খুদ্দামুল আহমদিয়ার সঙ্গে বৈঠক করুন।

তবলীগ বিভাগ

পরবর্তীতে তবলীগ সচিব নিবেদন করেন যে, এ বছর তাঁদের এক হাজার বয়াতের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল এক হাজার মানুষকে জলসায় নিয়ে আসা।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনাদের স্থানীয় জামাতগুলোর তবলীগ সচিবরা যদি সক্রিয় হন, তাহলে আপনারা এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেন। এ ছাড়াও মুবাল্লিগদের কাছ থেকে সাহায্য নিন। প্রত্যেক জামাতের তবলীগ সচিবের উচিত নিজের জামাতে দায়িয়ানে ইলাল্লাহর একটি দল তৈরি করা।

তবলীগ সচিব নিবেদন করেন যে, তাঁরা দায়িয়ানদের নিয়ে কাজ করছেন এবং প্রায় প্রত্যেক জামাতেই দায়িয়ান রয়েছেন।

হুযূর আনওয়ার বলেন, স্থানীয় জামাতগুলোর দায়িয়ানদের তালিকাও মুবাল্লিগদের প্রদান করবেন। মুবাল্লিগদের সঙ্গে মিলিতভাবে তবলীগ সচিব এবং দায়িয়ানে ইলাল্লাহদের কাজ করা উচিত। (চলবে.....)

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব আহমদিয়া আর্কিটেক্টস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (আইএএএই) এ বছর ৬৫টি নলকূপ স্থাপন করেছে, যার মাধ্যমে ২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছে। একইভাবে আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

মজলিস নুসরত জাহানের অধীনে আফ্রিকার ৫৪টি দেশে ৪১টি ক্লিনিক ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। গত বছর ৫ লক্ষেরও বেশি রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। আফ্রিকার ১৩টি দেশে আমাদের ৬২০টি প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৮০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষাসেবা প্রদান করছে।

হিউম্যানিটি ফার্স্টকে মোট ২৫ লক্ষেরও বেশি মানুষের সেবা করার তৌফিক হয়েছে।

নওমুবায়েঈনদের সঙ্গে যোগাযোগ

বছরের মধ্যে ৯৫টি দেশে মোট ৫৪ হাজার ৪৮৫ জন নওমুবায়েঈনের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

নতুন বয়আত

এ বছর নতুন বয়আতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫৯৬টি। আলহামদুলিল্লাহ, ১৩২টি দেশে প্রায় ৬৭০টিরও বেশি জাতিগোষ্ঠী আহমদিয়াতে প্রবেশ করেছে।

এর মধ্যে সর্বপ্রথম স্থানে রয়েছে নাইজেরিয়া। এরপর কঙ্গো ব্রাজাভিল, তারপর গিনি বিসাউ, এরপর ক্যামেরুন। এছাড়া গিনি কোনাক্রি, লাইবেরিয়া, কঙ্গো কিনশাসা, গাম্বিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, তানজানিয়া, আইভরি কোস্ট, নাইজার, বেনিন, টোগো, কেনিয়া, ঘানা, উগান্ডা, মালাউই, মালি, বুরকিনা ফাসো, মাদাগাস্কার, চাদ, জাম্বিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, ইথিওপিয়া এবং সাও টোমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে সোমালিয়া, জিম্বাবুয়ে, মায়োত দ্বীপ, মিসর, সোয়াজিল্যান্ড, লেসোথো, অ্যাঙ্গোলা, কেপ ভার্দে, দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে বেশি বয়আত হয়েছে। এরপর ভারত, তারপর বাংলাদেশ এবং ফিলিপাইনে। এছাড়া মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কাজাখস্তান, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর ইত্যাদিতেও বয়আত হয়েছে।

ইউরোপে জার্মানি প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর ফ্রান্স, তারপর নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, স্পেন, নরওয়ে ও সার্বিয়া। এছাড়া সুইজারল্যান্ড, আলবেনিয়া, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, রাশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র এবং মাল্টা ইত্যাদিতেও অল্পসংখ্যক বয়আত হয়েছে।

আমেরিকান অঞ্চলে কানাডায় বেশি বয়আত হয়েছে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র। প্যারাগুয়ে, মেক্সিকো, বেলিজ, মেক্সিকো, হাইতি, গায়ানা, পুয়ের্তো রিকো, ব্রাজিল, এল সালভাদর, সুরিনাম, পানামা, চিলি, ভেনেজুয়েলা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রথমে অস্ট্রেলিয়া, এরপর ফিজি এবং তারপর নিউজিল্যান্ড ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জে বয়আত হয়েছে।

আরব দেশগুলোতেও বয়আত হয়েছে।

হুযূর আনওয়ার (আ.) বলেন যে, বয়আতের ক্ষেত্রে কিছু ঘটনা রয়েছে। এসব ঘটনা মানুষের আগ্রহের কারণ হয়ে থাকে। তাই আমি কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করছি।

রেডিওর মাধ্যমে তবলীগ এবং বয়আতের ঘটনা

লাইবেরিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, মোমি কা ওয়ান্টিনিতে একজন প্রধান ইমাম জামাতের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন যে, আহমদিদের কালেমা ভিন্ন এবং তারা-নাউযুবিল্লাহ-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের ওপর আমল করেন না।

তাঁর এলাকায় এখনো তবলীগ করা সম্ভব হয়নি, কারণ তিনি কোনো কথাই শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একদিন ঘটনাক্রমে ইমাম সাহেব রেডিও শুনতে গিয়ে জামাতে আহমদিয়ার একটি অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ পান। সেই সময় কুরআন ও হাদিসের আলোকে অত্যন্ত সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য তুলে ধরা হচ্ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

এই অনুষ্ঠানটি তাঁর খুব ভালো লাগে। ফলে তিনি নিয়মিত জামাতের অনুষ্ঠান শুনতে শুরু করেন, যা তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

তিনি নিজেই আমাদের মুবাল্লিগকে আমন্ত্রণ জানান, যেন তিনি তাঁর মসজিদে জুমার নামাজ পড়ান এবং মানুষকে জামাতের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত করেন।

অতঃপর আমাদের মুবাল্লিগ তাঁর তবলীগি দলকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গ্রামে পৌঁছান এবং জুমার নামাজ পড়ান। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহদি (আ.)-এর আগমন এবং ইসলামের পুনর্জাগরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এরপর ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে জামাতে যোগদানের ঘোষণা দেন। যেহেতু তিনি তাঁর এলাকার প্রধান ইমাম ছিলেন, তাই তাঁর প্রভাবের কারণে আরও দুটি গ্রামের মানুষও তাঁর সঙ্গে আহমদিয়াতে প্রবেশ করেন।

এভাবে একদিনেই তিনটি গ্রামে আহমদিয়াতের চারা রোপিত হয়।

স্বপ্নের মাধ্যমে পথনির্দেশনা

চাদের আমাদের একজন মুয়াল্লিম বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বোনকে তবলীগ করে আসছিলেন। যখনই তাঁকে জামাতের বার্তা পৌঁছানো হতো, তিনি বলতেন, "আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেন" অথবা "আল্লাহ্ যেন আপনাদের হেদায়াত দান করেন।" মুয়াল্লিম সাহেবের পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই জামাতের বিরোধী। তিনি বলেন, কয়েক দিন আগে দিনের বেলায় আমি আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল ছিলাম। এমন সময় আমি কাশফের মাধ্যমে একজন বুযুর্গকে দেখলাম এবং সঙ্গে এই আওয়াজ শুনলাম-"আল-ইমাম হুজ্জাত।"

আমি যখন আমার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর বাড়িতে গেলাম, তখন তাঁর মোবাইলে একটি ছবি দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "ইনি কে?" ভাই উত্তর দিলেন, "ইনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)।" আমি ভাইকে বললাম, "কয়েক দিন আগে দিনের বেলায় আমি কাশফের মাধ্যমে তাঁকে দেখেছিলাম এবং সঙ্গে এই আওয়াজও শুনেছিলাম।" এখন আল্লাহ্‌তাআলা আমার পথনির্দেশনা করে দিয়েছেন। তাই আমি বয়আত করে জামাতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।

উত্তর ক্যামেরুনের একটি শহর হলো মারওয়া। সদর সাহেব বর্ণনা করেন যে, সেখানে মুয়াল্লিম আবুবকর সাহেব শিশুদের পবিত্র কুরআন ও ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খলীফাগণের নামও মুখস্থ করাতেন। একজন অ-আহমদী শিশুও এই নামগুলো মুখস্থ করে নিয়েছিল। একদিন সেই শিশু তার বাড়িতে উচ্চস্বরে আহমদিয়াতের খলীফাগণের নাম পড়তে শুরু করল। তার পিতা উসমান মুহাম্মদ সাহেব যখন তাকে আমার নামের পুনরাবৃত্তি করতে শুনলেন, তখন চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী পড়ছ?

শিশুটি বলল, "আমাদের মসজিদে এই নামগুলো শেখানো হয়েছে।"

শিশুটির পিতা আমাদের সদর সাহেবের কাছে গিয়ে সেই নাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সদর সাহেব জানালেন যে, মুয়াল্লিম সাহেব শিশুদের ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেন এবং আমরা আহমদী। আমাদের বর্তমান ইমাম হলেন মির্জা মাসরুর আহমদ সাহেব।

এ কথা শুনে উসমান সাহেব বললেন, "আমি স্বপ্নে 'মাসরুর আহমদ' নামটি শুনেছিলাম। আমাকে আওয়াজ করে বলা হয়েছিল, 'মাসরুর আহমদের আনুগত্য করো এবং তাঁর সঙ্গে হয়ে যাও।' আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম যে, তিনি কে। আজ যখন আমি আমার সন্তানের মুখে এই নামটি শুনলাম, তখন আপনার কাছে এসেছি।"

এরপর উসমান সাহেব মুয়াল্লিম আবুবকর সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। প্রশ্নোত্তর হয়, জামাতের বই-পুস্তকও অধ্যয়ন করেন এবং সন্তুষ্ট হওয়ার পর বয়আত করে নেন।

আহমদীদের উত্তম আদর্শের মাধ্যমে তবলীগ

মায়োট দ্বীপের মুবাল্লিগ লিখেছেন, একজন মহিলা দীর্ঘদিন ধরে তবলীগের আওতায় ছিলেন, কিন্তু আহমদিয়াত গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। আমাদের সদস্যরা ধৈর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। আমরা তাঁকে আমাদের একটি সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালে প্রথমে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। তবে পরবর্তীতে তিনি সেই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ, জামাতের ভালোবাসাপূর্ণ আন্তরিকতা এবং বক্তাদের বক্তব্য তাঁকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে। পরদিনই তিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বয়আত করে ইসলাম আহমদিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

বিরোধীদের আহমদিয়াত গ্রহণ

কঙ্গো কিনশাসা থেকে স্থানীয় মিশনারি বলেন, একজন সুন্নী ইমাম তাঁকে টেলিফোন করে বললেন, "আমি রেডিওতে আপনাদের মসীহের আগমন সম্পর্কে আলোচনা শুনেছি, যেখানে আপনারা মির্জা গোলাম আহমদ (আ.)-কে এই যুগের মসীহ্ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এই বিষয়টি আমার মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। আমি বর্তমানে অসুস্থ। আপনি আমার কাছে আসুন, যাতে এমন না হয় যে আমি সংশয় ও সন্দেহ নিয়েই মৃত্যুবরণ করি।"

স্থানীয় মিশনারি সাহেব তাঁর কাছে গেলেন। কথাবার্তা হলো এবং সেই ব্যক্তি জামাতের বার্তা গ্রহণ করে নিলেন। তিনি প্রকাশ করলেন যে, "আজ থেকে আমি এই বার্তা আমার অনুসারীদের মধ্যেও প্রচার করব।" তিনি আরও বললেন, "আমি আল্লাহ্ তাআলার কাছে সেই বিরোধিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যা আমি এর আগে হযরত মির্জা গোলাম আহমদ (আ.)-এর

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 15 Oct, 2026 Issue No.42

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ব্যাপারে করে এসেছি।"

আহমদীদের উত্তম আচরণ

জামাতের সদর, জিম্বাবুয়ে লিখেছেন, এখানে একজন বন্ধু বয়আত করেছেন। আহমদিয়াত গ্রহণের আগে তিনি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করতেন। এই অবস্থাতেও, এমনকি তিনি মাদক গ্রহণ করলেও, আমাদের দুজন সদস্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁকে জামাতের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং কখনো কখনো তাঁকে জুমার নামাজের জন্যও নিয়ে আসতেন।

বয়আত করার পর তিনি বলেন, "যে বিষয়টি আমাকে আহমদী করেছে, তা হলো আহমদীদের উত্তম আচরণ।"

জুমার নামাজ আদায়

মধ্য আফ্রিকা থেকে একজন নবদীক্ষিত আহমদী বলেন, "আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করার জন্য যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে একটি মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি আমার বন্ধুকে বললাম, 'এটাই তো নিকটবর্তী মসজিদ। আমরা যেহেতু এখান দিয়ে যাচ্ছি, এখানেই জুমার নামাজ আদায় করে নিই।'

আমার বন্ধু বলল, 'না, এটি আহমদীদের মসজিদ। তাদের ইসলাম আলাদা, আর আমাদের ইসলাম আলাদা।'

কিন্তু তার এই কথা আমার মনে খটকা সৃষ্টি করল এবং আমার মধ্যে কৌতূহল জাগল যে, এটি কীভাবে সম্ভব যে ইসলাম আবার ভিন্ন ভিন্ন হয়?

অতএব, পরবর্তী শুক্রবার আমি আহমদীদের মসজিদে নামাজ আদায় করার সিদ্ধান্ত নিলাম। মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, সেই একই আজান, সেই একই নামাজ। আরেকটি বিষয় হলো, এখানকার খুতবাও সহজবোধ্য পদ্ধতিতে দেওয়া হচ্ছিল। তাই আমি বয়আত করে জামাতে আহমদিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম। আল্লাহ্‌র ফজলে এখন আমি অত্যন্ত নিয়মিত নামাজ আদায়কারী।"

হুযূর আনওয়ার (আ.) বলেন, "শেষে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্‌ধৃতি পাঠ করছি।"

তিনি (আ.) বলেন: "ফিরে এসো এবং এই ক্রোধ থেকে ভয় করো। আর নিশ্চিতভাবে বুঝে নাও যে, তোমরা তোমাদের অনিষ্টকর কার্যকলাপের ওপর মোহর মেরে দিয়েছ। যদি আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে থাকতেন, তাহলে এতসব প্রতারণার তোমাদের কোনো প্রয়োজনই হতো না। তোমাদের মধ্যকার মাত্র একজন ব্যক্তির দোয়াই আমাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু তোমাদের কারও দোয়াই আকাশে আরোহণ করতে পারেনি। বরং তোমাদের দোয়াগুলোর প্রভাব এই হয়েছে যে, দিন দিন তোমাদেরই অবসান ঘটছে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, তোমরা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছ এবং আমরা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছি? তোমাদের পদক্ষেপ যদি কোনো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে এই প্রতিযোগিতায় তোমাদের পরিণতি কি এমন হতে পারত?

তিনি (আ.) আরও বলেন:

"হে নির্বোধ জাতি! এই আন্দোলন আকাশ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তোমরা আল্লাহ্?র সঙ্গে যুদ্ধ করো না। তোমরা এটিকে ধ্বংস করতে পারবে না। এর সর্বদা জয় ও আধিপত্য রয়েছে। তোমাদের নিজেদের ওপর জুলুম করো না এবং এই আন্দোলনকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখো না, যা আল্লাহ্?র পক্ষ থেকে তোমাদের সংশোধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর নিশ্চিতভাবে বুঝে নাও যে, যদি এই কার্যক্রম মানুষের তৈরি হতো এবং এর সঙ্গে কোনো অদৃশ্য হাত না থাকত, তাহলে এই আন্দোলন অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেত এবং এমন একজন মিথ্যাবাদী এত দ্রুত ধ্বংস হয়ে যেত যে, আজ তার হাড়েরও কোনো সন্ধান পাওয়া যেত না। অতএব, তোমাদের বিরোধিতার কার্যক্রম নিয়ে পুনর্বিবেচনা করো। অন্তত এটুকু তো চিন্তা করো যে, হয়তো তোমাদের ভুল হয়ে গেছে এবং হয়তো এই যুদ্ধ তোমাদের আল্লাহ্‌র সঙ্গেই চলছে।"

আল্লাহ্ করুন, পৃথিবী এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব যেন এই বার্তাটি বুঝতে পারে এবং সেই হাতের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়, যে হাতকে আল্লাহ্ তাআলা এই যুগে মুসলমানদের ঐক্যের সূত্রে গাঁথার জন্য প্রেরণ করেছেন; যে হাতকে আল্লাহ্‌তাআলা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে নিয়ে আসার জন্য, প্রকৃত আনুগত্যে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরও আমাদের দায়িত্বসমূহ পালন করার তৌফিক দান করুন।

১০ পাতার পর.....

যে, প্রায় বমি হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অথচ মেয়েটি চেহারার দিক থেকে খারাপ ছিল না।

এরপর লুধিয়ানার এক শিক্ষিকার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব হলো। কিন্তু হযরত সাহেব সেটিও পছন্দ করলেন না। এরপর আমি মাস্টার কাদির বখশ সাহেবের বোনের কথা বললে তিনি বললেন, "এটি খুব ভালো সুযোগ; এখানেই বিবাহ করো।"

অতএব, আমার অনুরোধে হুজুর নিজে মাস্টার কাদির বখশ সাহেবের সঙ্গে আমার ব্যাপারে কথা বললেন। তিনি কোনো অজুহাত ছাড়াই সম্মতি দিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে আমার বেতন মাত্র সাড়ে চার টাকা এবং আমার স্ত্রী ও সন্তানও রয়েছে।

সম্মতি দেওয়ার পর তিনি বললেন, "হুজুর, আমার বাবা অত্যন্ত বিরোধী। কিন্তু আমার সম্মতি ছাড়া তিনি কিছু করতে পারবেন না। অতএব হয় আমি তাকে রাজি করব, অথবা তিনি মারা গেলে বিবাহ দেব।"

হযরত সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর আমাকে বাগানের দিকে নিয়ে গেলেন এবং পথে তাঁর উত্তর আমাকে জানালেন। বাবার মৃত্যুর কথা শুনিয়ে তিনি হাসলেন।

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব বলেন, এরপর মাস্টার কাদির বখশ সাহেবকে তাঁর পিতার পক্ষ থেকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর বোনের অন্যত্র বিবাহ হতে দেননি এবং শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে তাঁর বোনের গোপনে বিবাহ সম্পন্ন করে দিলেন।

বিবাহের সময় আমি তাঁকে বললাম, "আমার কাছ থেকে যে কোনো লিখিত দলিল বা শর্ত ইত্যাদি নিতে হয়, নিয়ে নিন।"

তিনি বললেন, "শর্ত আবার কী? আমার দলিল ও শর্ত-সবই হযরত সাহেব।"

এরপর মোহরের ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "সাড়ে ত্রিশ টাকা মোহর হবে।"

আমি বললাম, "না, বরং একশ টাকা হওয়া উচিত।" কিন্তু তিনি নিজের মতের ওপর জোর দিতে থাকলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, "আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে এবং মোহর একশ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।"

এ কথা শুনে তিনি সম্মতি দিলেন।

এরপর রুখসতিও গোপনে সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাস্টার কাদির বখশ সাহেবের পিতাও সম্মত হয়ে গেলেন।

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব আরও বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত সাহেব সরহিন্দে গিয়েছিলেন, তখন সেই সফরেই অল্প সময়ের জন্য সনৌরেও গিয়েছিলেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের প্রতি সবিনয় নিবেদন

বদর পত্রিকার সহায়তা

বদর পত্রিকার এই সৌভাগ্য ও মর্যাদা রয়েছে যে, এটি সম্পূর্ণরূপে যুগের নিযুক্ত ব্যক্তি, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যনিষ্ঠ দাস, হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের বরকতময় পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রথমে নবুওয়ত এবং পরবর্তীতে নবুওয়তের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের ছায়াতলে এই পত্রিকা তবলীগ ও তারবিয়তের দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে বহু সৌভাগ্যবান আত্মা আহমদিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে খেলাফতে আহমদিয়ার নির্দেশনার আলোকে আহমদি পরিবারগুলোর তারবিয়ত হচ্ছে এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

পত্রিকা প্রস্তুত, প্রকাশ, প্যাকিং এবং পাঠানোর কাজে বিপুল ব্যয় হয়। কেবল সামান্য পরিমাণে গ্রাহক-চাঁদার মাধ্যমে এই ব্যয় পূরণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য বিশেষ সহযোগীদের অত্যন্ত প্রয়োজন, যারা যুগের নিযুক্ত ব্যক্তির এই পত্রিকার ব্যয়ভার বহনে এগিয়ে আসবেন।

এই পত্রিকাকে যারা আর্থিকভাবে সহায়তা করবেন, আল্লাহ তাআলা কখনো তাদের বিনষ্ট হতে দেবেন না। কারণ আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি হলো: "নিশ্চয়ই আমি তার সাহায্যকারী, যে তোমাকে সাহায্য করবে।" অর্থাৎ, "যারা তোমার সাহায্য করবে, আমি তাদের সাহায্য করব।"

সহযোগীদের সকল বিষয়ের আল্লাহ তাআলা নিজেই রক্ষক হয়ে যাবেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের ব্যবসা, চাকরি, বাগান, ফসল ও সম্পদে বহুগুণ বৃদ্ধি দান করবেন, ইনশাআল্লাহ।

যেকোনো ধরনের দিকনির্দেশনার জন্য সাপ্তাহিক বদর পত্রিকা-এর ম্যানেজার অফিসে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ নম্বর: ৯৮১৫৬৩৯৬৭০

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Noor Jahan Begum, (Kolkata)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir